www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

ভগিনী নিবেদিতা ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ১৫ বৈশাখ – ২১ বৈশাখ, ১৪২৪ ঃ ২৯ এপ্রিল – ৫ মে, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 28, 29 April - 5 May, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বালি নিয়ে মাফিয়াগিরির চরম বহিঃপ্রকাশ

ঘটল বীরভূমের লাভপুরে। বালি কার? এ নিয়ে লড়াই দু দলের। বোমাবাজি। হঠাৎই বিস্ফোরণ বোমা বাঁধতে গিয়ে। প্রাণ গেল বেশ কয়েকজনের।

রবিবার : চেষ্টার কসুর করছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু পরিকাঠামো আর ভাবমূর্তির গেরোয় এ রাজ্যে আটকে রয়েছে শিল্প সম্ভাবনা। বিনিয়োগও উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। তাই শিল্প আহ্বানে এবার সব দফতরকে মাঠে নামাতে চায় রাজ্য সরকার। শিল্প সচিবের কথায়, সবাই মিলে চেষ্টা করুন, যদি হাল ফেরে।

সোমবার : মধ্যযুগীয় মানসিকতায় এখনও মশগুল বেশ

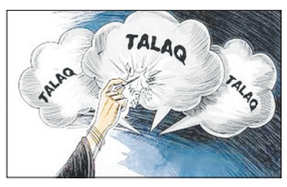

কিছু মানুষ। তালাক নিয়ে যখন দেশ জুড়ে মুসলিম নারীরা প্রতিবাদে সোচ্চার তখন জাতীয় নেটবল চ্যাম্পিয়ন সুমায়ালা জাভেদ অভিযোগ করলেন কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার অপরাধে ফোন করে তাঁকে তালাক দিয়েছেন তাঁর স্বামী আজম আব্বাসি।

মঙ্গলবার : পুলিশের পদ পূরণ নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের তোপের

মুখে পড়লেন রাজ্যের অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব। কিভাবে নিয়োগ হবে তা নিজেদের বক্তব্যে কেন জানায় নি রাজ্য তা জানতে চায় সর্বোচ্চ আদালত।

বুধবার : নারদ কান্ডে সিবিআই-এর এফআইআর থেকে রেহাই

পেতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। আদালত অবশ্য তদন্তে হস্তক্ষেপের বিরোধী।

বৃহস্পতিবার : হুগলি ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়ায় রক্ষণাবেক্ষণহীন দীর্ঘদিনের কাঠের জেটি ভেঙে

তলিয়ে গেলেন বেশ কিছু মানুষ। কয়েকজন সাঁতরে পারে উঠলেও নিখোঁজ এখনও বহু। এখনও পর্যন্ত ৬ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে।

শুক্রবার : উরি, বারামুলা, নাগরেটার পর এবার কুপওয়ারার সেনা ঘাঁটিতে হামলা চালাল

জঙ্গিরা। ২ জঙ্গি খতম হলেও প্রাণ দিলেন তিন জওয়ান। জঙ্গিদের দেহ ছিনিয়ে নিতে এরপর পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঢোকার চেষ্টা করে একদল বিক্ষোভকারী।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

অর্থ নিগমের গাফিলতিতে ব্যর্থ 'থ্রি এস' স্কিম

বরুণ মন্ডল

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩-য় সারদা কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পরে আমজনতার সঞ্চয়ের মাথায় সরকারি ছত্রচ্ছায়া জোগাতে স্বহস্তে 'কিউমেলিটিভ ডিপোজিট স্কিম' সহ এক বছর থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি 'সেফ সেভিংস স্কিম' (ট্রিপল-এস) নামে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি স্কিম চালু করেন। অথচ অত্যন্ত অবাক করা ঘটনা হল, গত একটি দু'টি নয়, চার চারটি অর্থবর্ষেও তাঁর পাড়ারই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কের আলিপুর শাখার সাধারণ ক্লার্ক থেকে সিনিয়র ম্যানেজার পর্যন্ত কোনও স্টাফই এই স্কিমটির নামটি পর্যন্তও জানতে পারলো না। অথচ তাদের ব্যাঙ্কের অন্য কোনও শাখায় গত চার অর্থবর্ষে ৪.৬১ কোটি টাকা ওই স্কিমে জমা পড়ে। আর রাজ্যবাসী এই আকর্ষণীয় স্কিমটি সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল? যারা স্কিমটি সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে জানানোর দায়দায়িত্বে রয়েছেন, তাদের কাছেই যদি স্কিমটি সম্পর্কে কোনও জ্ঞান না থাকে তাহলে রাজ্যবাসী কার কাছে যাবে? আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মতো বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির রমরমা রুখতে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট ফিন্যান্স কর্পোরেশন' ২০১৩-'১৪ অর্থবর্ষে 'থ্রি-এস' প্রকল্প চালু করে হাল ছাড়ে। কলকাতা মহানগরসহ রাজ্যের জেলা শহরগুলিতে ঢাউস ঢাউস হোর্ডিং টাঙিয়ে উৎসব মেলার প্রচার কার্য চলে অথচ ওই কর্পোরেশনের চূড়ান্ত গাফিলতিতেই এই স্কিমে কীভাবে আমানত আসতে পারে, রাজ্যের গরিব-নিম্নবিত্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত রাজ্যবাসী কোন পথে গেলে সত্যিকারের উপকৃত হবে, সে বিষয়ে কোনও প্রচার নেই। ওই ফিন্যান্স কর্পোরেশন এই স্কিমের বিষয়ে রাজ্যে ক'টা হোর্ডিং দিয়েছে, প্রিন্ট মিডিয়া থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ক'দিন প্রচার চালিয়েছে? রাজ্যে যে সমস্ত দরিদ্রতম গ্রামে টিভি পেপার পৌঁছোয়নি, সেখানে কিন্তু রেডিও পৌঁছে গিয়েছে। তাই রেডিওতে কী এই স্কিমের বিষয়ে কোনও প্রচার চলেছে? কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে রাজ্য সরকারের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ' বা 'কলকাতা পুরশ্রী'তে ক'টা পাতা জুড়ে এই স্কিমের প্রচার হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা বিতরণ শাখার এই আধিকারিকের মন্তব্য, 'রাজ্য সরকারের বর্তমান মোট ৫১টি দফতরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বিষয়ে রাজ্যবাসীকে সজাগ করতে এই পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়।' এই পত্রিকাগুলি পড়ে পাঠকসমাজ কতটা উপকৃত হচ্ছে। পত্রিকা দু'টির একটিতেও চিঠিপত্রের কোনও পাতা গত ৪৮ বছরে গড়ে উঠল না। অতএব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যবাসীর সত্যিকারের উপকারে আসে এমন কাজকর্মের প্রচারে গাফিলতি যেমন ফিন্যান্স কর্পোরেশনের আছে, ঠিক তেমনি 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকারও রয়েছে। ফিন্যান্স কর্পোরেশন রাজ্যের অর্থ দফতরের কাছে রিপোর্টে 'থ্রি-এস' জনপ্রিয়তা না পাওয়ার কারণ হিসাবে কেন্দ্রের অসহযোগিতার কথা জানায়। ব্যাঙ্কগুলি যেহেতু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অধীন তাই ইউবিআই বাদে এসবিআই, ইউকো, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক কেউ এগিয়ে আসেনি। আবার রাজ্যের অর্থ দফতরের একাংশ কর্তার অভিযোগ, এই ধরনের প্রকল্পকে সফল করতে যে ধরনের প্রচার উদ্যোগ জরুরি, রাজ্যের তরফে তার ছিটে ফোঁটাও দেখা যায়নি। ফলে আসল রোগ না সারিয়ে স্কিমটির হাল ফেরাতে সেটিকে নবকলেবরে রাজ্যবাসীর কাছে পুনরায় আনাটা বৃথা চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। প্রচার ছাড়া বার্ষিক জমার হার আশাব্যঞ্জক না হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর ব্যাঙ্ক তো প্রচার কার্যের প্রতিষ্ঠান নয়, যে তারা বিভিন্ন আমানত প্রকল্পে প্রচার বছরভর চালাবে। ইউবিআই-এর আলিপুর শাখার 'অপারেটিং ম্যানেজার'কে এই স্কিমটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উনি প্রথমে বলেন, এমন কোনও স্কিমের কথা আজ পর্যন্ত শুনিনি। স্কিমটি এই ব্যাঙ্কে হচ্ছে তাও শুনিনি।

এরপর পাঁচের পাতায়

> যারা স্কিমটি সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে জানানোর দায়দায়িত্বে রয়েছেন, তাদের কাছেই যদি স্কিমটি সম্পর্কে কোনও জ্ঞান না থাকে তাহলে রাজ্যবাসী কার কাছে যাবে?

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
United Bank of India

কাঠগড়ায় ইউবিআই

পদ্মমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সার

কুনাল মালিক, পূজালি : আগামী ১৪ মে দক্ষিণ শহরতলির পূজালি পুরসভার নির্বাচন। ১৫টা ওয়ার্ড বেড়ে হয়েছে ১৬। এবারের নির্বাচনে শাসক তৃণমূল দলের মূল প্রতিপক্ষ কোন দল? এতদিন সবাই এক বাক্যে উত্তর দিত সিপিএম। কিন্তু সম্প্রতি পূজালি পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ড ঘুরে-দেখে-শুনে মনে হল শাসক তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ তৃণমূলই। অবাক হচ্ছেন। কিন্তু বাস্তব এটাই। ১৬টি ওয়ার্ডেই জোড়াফুল চিহ্নের প্রার্থী আছেন। আবার বিভিন্ন ওয়ার্ডে সব মিলিয়ে ১৫ জন নির্দল প্রার্থী আছেন। এঁরা কারা? বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে এরা শাসক দলেরই কোনও নবীন কিংবা প্রবীণ দাদার ''অনুগত''। কোনও কোনও ওয়ার্ডে এই 'নির্দল' প্রার্থীরাই 'অফিসিয়াল তৃণমূল প্রার্থীর থেকে এগিয়েও আছেন। কংগ্রেস ৮টি, সিপিএম ৩টি, বিজেপি ১৬টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়েছে। দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান অভিজ্ঞ প্রবীণ ফজলুল হক লড়ছেন ৪ নম্বর ওয়ার্ডে জোড়াফুল চিহ্নে। এই ওয়ার্ডে কংগ্রেস ও বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে। সিপিএম কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে। সূত্রের খবর এই ওয়ার্ডের বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীরও নাকি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফজলুল হককে 'চ্যালেঞ্জের' মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। অবশ্য ফজলুল

ঝগড়া মেটাতে পূজালি যাচ্ছেন অভিষেক

হক ঘনিষ্ঠ এক নেতা বলেন, 'দাদার' বিকল্প পূজালিতে হবে না। দাদাই আবার চেয়ারম্যান হচ্ছেন। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে লড়ছেন পূজালি টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বয়সে নবীন আমিরুল ইসলাম (খোকন)। এখানেও নির্দল সূর্য চিহ্নের কড়া রোদের দাপট দেখাচ্ছেন রামিজ রাজা। সূত্রের খবর এই রামিজ রাজার পেছনেও শাসক দলের বড় দাদার আশীর্বাদ আছে। এখানেও আমিরুল ইসলাম ওরফে খোকনকেও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে বলেই খবর। যদিও পূজালি টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষনেতা বলেন, খোকন অবশ্যই জিতছেন। খোকন প্রচারে ৮০ শতাংশ এগিয়ে বাকিরা ২০ শতাংশ। ওই নেতা স্বীকার করেন, শাসক তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতা কয়েকটি ওয়ার্ডে অফিসিয়াল তৃণমূল প্রার্থীকেই হারানোর জন্য কোথাও নির্দল কোথাও বিজেপি প্রার্থীদের মদত দিচ্ছেন। তবে যতই এসব করুক, তৃণমূলই পূজালিতে বোর্ড গড়বে। অন্যদিকে (বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে) চোখে পড়ল বিজেপির ব্যানার, পতাকা, দেওয়াল লিখনও। সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে বিজেপি। সূত্রের খবর শাসক তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলকে কাজে লাগিয়ে এবার বিজেপি পূজালিতে পদ্মফুল ফোটাতে কোমর বেঁধে নেমেছে। পূজালি এলাকার এক বিজেপি নেতা বলেন, এবার পূজালিতে আমরা ৬টা আসন পাবই। আর যদি শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের ঘরোয়া কাজিয়া না মেটে তাহলে বিজেপি পুরবোর্ডও দখল করতে পারে। সূত্রের খবর আগামী ১ মে শাসক তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল মেটাতে স্বয়ং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নিতে চলেছেন।

মমতার ঘরের মাঠে ছক্কা হাঁকালেন অমিত শাহ

পার্থসারথি গুহ

নকশাল বাড়ি থেকে রাজারহাট, চেতলার লকগেট বস্তি থেকে মহাজাতি সদন। রাজ্যের নানা প্রান্তে হাজির এক অন্য নেতা। উত্তর প্রদেশের বিশাল জয়ের আত্মবিশ্বাস চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরোচ্ছে তাঁর শরীর থেকে। কিন্তু বাংলার মাটিতে গোবলয়ের কায়দায় নয়, সংস্কৃতির আলাপচারিতায় নয়া রাজনৈতিক উত্তাপ মেলে ধরলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। যার ধাক্কায় ঘাসফুল ব্রিগেড যে প্রাথমিকভাবে বেসামাল হয়ে উঠেছে তা কিন্তু পরিষ্কার। উত্তরবঙ্গে সফররত মুখ্যমন্ত্রী নিজে এবং ক্যাবিনেটে তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত অমিত মিত্রকে দিয়ে পালটা তোপ দাগা হলেও গেরুয়া ঝড়ের মাঝে তা নিতান্তই খড়কুটোর উড়ে গিয়েছে বলে মন্তব্য রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। গত লোকসভা ভোটের আগে দেশব্যাপী যে মোদি হাওয়া উঠেছিল বা ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে যে পরিবর্তনের দামামা বেজে উঠেছিল তা সঞ্চারিত হয়েছিল পুরো ভোটারকূলের মধ্যে। অমিত শাহের সাম্প্রতিক রাজ্য সফরের পর সেই একই ছবি উঠে আসছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

খোলা আকাশের নিচে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগনার দে গঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত নুর নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের খেজুরডাঙা গ্রাম। এই গ্রামের খালপাড় অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষাকেন্দ্রটির ক্লাস চলছে রীতিমত খোলা আকাশের নিচেই। গ্রীষ্মের এই প্রখর দাবদাহ এবং ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রায় কয়েকশ খুদে পড়ুয়াকে পড়াশুনো করতে হচ্ছে বাঁশ গাছের নীচে খোলা জায়গায়। এমন হাল উত্তর চব্বিশ পরগনার অঙ্গনওয়াড়ি শিশু সরকারি টাকায় মাটির

দেগঙ্গা

দেগঙ্গার ৭টি শিক্ষা কেন্দ্রের। স্কুলঘর পাকা করার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু কোথাও টাকা এসে পড়ে আছে, কোথাওবা বাকি টাকার অভাবে মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে কাজ। এর দায় একে অন্যের উপর চাপাতে ব্যস্ত বিভিন্ন দফতর। আর এই টানাপোড়েনের মাঝেই কেটে গিয়েছে প্রায় পাঁচ বছর। বাধ্য হয়েই এইসব খুদে পড়ুয়াকে এভাবেই পড়াশুনো করতে হচ্ছে দিনের পর দিন। নুরনগর পঞ্চায়েতের খেঁজুরডাঙা গ্রামের খালপাড় অঙ্গনওয়ারি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের ভবন তৈরির জন্য ২০১১ সালে সংখ্যালঘু উন্নয়ন তহবিলের প্রায় ছ'লক্ষ টাকার অনুমোদন মেলে। ২০১২ সালে ভবন তৈরির কাজও শুরু হয়। কিন্তু পরের বছরই তা মাঝপথে থেমে যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

গার্ডওয়ালের কাজ দেখে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী

মেহেবুব গাজী : সেচ দফতরের অনুমতি ছাড়া কেন ডায়মন্ডহারবার পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের মগরাহাট খালের গার্ডওয়াল তৈরি করা হল। শুক্রবার গার্ডওয়ালের ধস দেখতে এসে পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এভাবেই কৈফিয়ৎ চাইলেন সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পুরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদারের উপস্থিতিতে বারে বারে গার্ডওয়ালের কাজ নিয়ে ক্ষোভ ঝরে পড়ে মন্ত্রীর গলায়। এদিন এলাকায় দাঁড়িয়ে রাজীব বলেন, 'এই খালটি সেচ দফতরের। অথচ সেচ দফতরের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। এমনকী ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলা হয়নি। বড় কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত এই ধসের জেরে।' গত ৯ এপ্রিল ভোর রাতে পুরসভার শিবালয়পাড়ার পাশের এই গার্ডওয়ালে ব্যাপক ধস নামে। প্রায় ৩০০ মিটার এই গার্ডওয়ালের বড় অংশ ধস নেমে খালের জলে তলিয়ে যায়। উপড়ে পড়ে কয়েকটি গাছ। প্রথমে গার্ডওয়ালের ধস নামার পর পাশের রাস্তাতে ধস নামে। এই ধসের জেরে বন্ধ হয়ে যায় শঙরের গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি। এই কাজটি করেছিল

ডায়মন্ডহারবারে মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরসভা। মন্ত্রী এদিন বলেন, 'এই কাজএখন থেকে সেচ দফতর করবে। আগামী বর্ষার মধ্যে এই কাজ শেষ করার চেষ্টা করা হবে।'

এদিন বেলা ১১টা নাগাদ মন্ত্রী এলাকা পরিদর্শনে আসেন। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন, কাউন্সিলর দেবকী হালদার, রাজশ্রী দাস, পীযূষকান্তি বারিক, রুচিরা চক্রবর্তী, নিরুপমা হালদাররা। এছাড়া ছিলেন এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর পোল্লে। এদিন শহরের একাধিক ভাঙন কবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। ঘুরে দেখার পর দ্রুত মেরামতির আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। শহরের পিকনিকগার্ডেন, কালীনগরের শ্মশানের পাশের এলাকায়ও কাজ করা হবে বলে মন্ত্রী জানিয়ে দেন।শহরের জাতীয় সড়কের ওপর নতুনপোল নামে একটি সেতুর বর্তমান অবস্থা তিনি ঘুরে দেখেন। এই সেতুর কাজও করা হবে বলে মন্ত্রী জানিয়ে দেন।

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

কি আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার...

অমিত বিক্রম

রাজ্যে এখন রাম নামের ঠেলা। রামায়ণ মহাভারত একাকার। একদিকে রাম অন্যদিকে নারদ। এই দুই চরিত্রের মহিমায় ভর করে বাংলায় পা রাখলেন অমিত শাহ। উত্তরবঙ্গের নকশাল বাড়ি, চেতলার বস্তি, রাজারহাট ঘুরে বুঝিয়ে দিলেন বিজেপি বাংলা দখলে এবার মরিয়া। দিল্লি সূত্রে খবর বিজেপি বুঝতে পারছে নরেন্দ্র মোদির সরকারের এখন প্রধান বাধা মমতার বাংলা। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের সাফল্য মুখ থুবড়ে পড়ছে এখানে। এমনকি দেশের চতুর্দিকে ঘটা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের উৎপত্তিস্থল বাংলার বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গ এখন ইসলাম মৌলবাদীদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। আজও এখানে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের অঙ্কে রাজনৈতিক উত্থান পতনের হিসাব হয়। দিল্লির প্রশাসনিক মহল মনে করে বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আরও একটা সমান্তরাল কেন্দ্রীয় সরকার চলছে। ফলে ক্রমেই দেশের মূল অর্থনীতি থেকে আলাদা হয়ে পড়ছে এই রাজ্য। একসময়ের অগ্রগণ্য পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ছে। দীর্ঘ বাম আমলেই পশ্চিমবঙ্গ রক্তহীনতায় ভুগছিল। এখন একেবারে শেষ অবস্থা। বাম আমলের ধার কমা তো দূরের কথা ঋণের পরিণাম এখন দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে সব দায় গিয়ে বর্তাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর।এছাড়া বিজেপি অবশেষে বুঝতে পেরেছে শুধু প্রচারের কৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ প্রকল্পের সবটুকু সাফল্য লুটেপুটে নিচ্ছে মমতার তৃণমূল সরকার। এমনকি গ্রামেগঞ্জে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে নামই বদলে দিচ্ছে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। এতেই বেজায় চটেছেন অমিত শাহের দল। বিজেপি বুঝেছে এটাই সেরা সময়। অর্থনৈতিক দৈন্যতা আর সারদা-নারদের ঠেলায় তৃণমূল সরকারের ভিত একেবারে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। ঠিকঠাক ঠেলা দিলেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গ কব্জায় এলে পূর্বভারত তো হাতের মুঠোয়।

সীতারামের জন্ম

আরএসপি-র ক্ষিতিবাবু চিরকালই স্পষ্টবক্তা। বাম আমলেও তিনি নিজেদের সমালোচনা করতে ছাড়েননি। সিপিএমের দাদাগিরি নিয়ে বারবার সোচ্চার হয়েছেন বামফ্রন্টের বৈঠকে। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে সিপিএম কোনদিনই এসব পাত্তা দিতে চায় নি। অবশ্য তাতে ভরাডুবি আটকাতে পারেননি কারাটরা। এখন গদিতে সীতারাম। সিপিএমের চিরকালের সুবিধাবাদনীতির শরিক তিনিও। পার্টির প্রধান। সংসদের কক্ষ আলো করে তিনি থাকবেন না তো থাকবে কে? স্বপ্ন আছে অথচ সাধ্য নেই। তাই ভরসা 'বঙ্গাল'। এদের ঘাড়ে ভর করেই হাত পা ছোঁড়েন রাজ্যসভায়। তবে তাতে দেশের কতটা উপকার হয় তা বোঝা দুষ্কর। বোঝার দরকারও নেই। ভারতের কমিউনিস্টদের পরাকাষ্ঠা তিনি। রাজ্যসভা তাঁর পথ চেয়ে বসে আছে। এহেন সীতারামের বর্তমান রাজ্যসভায় মেয়ায় ফুরোচ্ছে। কিন্তু সর্বহারাদের আন্দোলন তো আর শেষ হয়নি। তাই ফের তাকেই চাই। এবার অবশ্য শুধু বামেতে হবে না। তাই অধীরবাবুদের দোর ধরে এখন নাড়ানাড়ি করছে সিপিএম। কংগ্রেসের আর কি আছে! নামটাই সার। কেউ ফিরেও তাকায় না। তবু সিপিএম যদি কিছুটা পাত্তা দেয় তো ক্ষতি কি?

এবার বাম শরিকরা কি করবে? ক্ষিতিবাবু তো বলেই দিয়েছেন রাজ্যসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের সমর্থন চাওয়া নীতিহীনতার সামিল। আমতা আমতা করছে ফরওয়ার্ড ব্লক। সিপিআই দেখাচ্ছে তাদের আগামী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত। অবশেষে কি হবে? কত তেল পুড়বে আর কবার রাধা নাচবে তা সকলেই জানে। সীতারামও তাই নিশ্চিন্তে আছেন। বাম বন্ধুদের না হলেও তাঁর চলবে। সেই ইন্দিরাজির আমল থেকেই তো দেখছেন। যখনই বিপদে পড়েছেন কংগ্রেস এগিয়ে এসে কোলে তুলে নিয়েছে। এবার নিশ্চয়ই তার অন্যথা হবে না। সূর্যবাবুদের কাছে অধীরবাবু এখন বাবা লোকনাথের মতো। যখনই বিপদে পড়িবে স্মরণ করিও। আমি তোমাদের রক্ষা করিব।

ইন্ডোর গেমস

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হয়ে গেল তৃণমূলের ইন্ডোর গেমস। পোষাকি নাম সাংগঠনিক নির্বাচন। ফের দলনেত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বাংলার দিদি। কান্ডারি সুব্রত বক্সি। সবাই অপেক্ষায়। এরপর কারা? দিদি ঘোষণা করলেন এখন আর না, অপেক্ষা করুন। কিসের অপেক্ষা? উত্তর খুঁজতে না খুঁজতেই দিদি নারদের ছাপ মারাদের চিনিয়ে দিলেন সবাইকে। অবশ্য অভয় দিয়েছেন। ভয় নেই, আমি আছি। এর আগে বলেছিলেন এফআইআর করলেই কেউ দোষী বলে প্রমাণিত হয় না। সুদীপ-তাপসকে ভুবনেশ্বরে দেখে এসে বার্তাও দিয়েছেন পাশে থাকার। কিন্তু তারপরেও তো সিবিআই-এর চার্জশিটে সুদীপ-তাপসদের নাম জ্বলজ্বল করছে। কি হল দিদি? অনেকে বলছেন এখন পাশে থেকে হাহুতাশ করার সময় নয়। বরং ডাক্তার, ভাল ওষুধ, পথ্যের সন্ধান করা দরকার। কথাটা বলেছেন ঠিক, কিন্তু দিদি তেমন ডাক্তারের সন্ধান পাচ্ছেন কই। অবশ্য শোনা যাচ্ছে এখন রোগীরা নিজেরাই উপশমের ওষুধ খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন।

প্রশ্নটা সেখানে নয়। আইন তো আইনের মতো চলবেই। আসল প্রশ্ন হল সেদিন তৃণমূলের ইন্ডোর গেমস মাঝপথে থমকে গেল কেন? তবে কি দিদি দেখে নিতে চাইছেন সিবিআই-এর পরবর্তী পদক্ষেপ? আশঙ্কা করছেন অন্য কিছু? কে জানে? অবশ্য মন্ত্রিসভা রদবদলের সিদ্ধান্তও যেন কেমন পিছু হঠছে। তার মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লেন অমিত শাহ। একেবারে দিদির খাসতালুকে। তাও আবার দিদির উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন? সঙ্গে আবার রাম, হনুমান। বিজেপির মিটিং মিছিলে উদ্দীপনার উপস্থিতি দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ। পরিবর্তনের ৬ বছরে এমন পরিস্থিতি দিদির কল্পনাতেও আসেনি। ফলে পাল্টা হুমকি দিয়েছেন, অমিতরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে দিল্লি কেড়ে নেবেন তিনি।

৯ হাজারের ওপর দাঁড়িয়ে নিফটি

বাজারে আসছে নতুন অতিথি, যাদের নিয়ে আলোড়ন শেয়ার বাজারে

পার্থসারথি গুহ

বাজারে নাকি নতুন সব গেস্ট আসছেন। তাঁরা কে হে? আর হঠাৎ করেই অর্থ বাজারে তাঁদের আবির্ভাবও কেন? তা নিয়ে ভারতের শেয়ার বাজারে কৌতুহলের শেষ নেই। আগ্রহ নিরূপণের জন্য এটা বলে রাখি শেয়ার বাজারে এরকম অতিথির আগমন মাঝে মধ্যেই ঘটে থাকে। এঁরা হলেন ডেরিভেটিভ বা ফিউচার মার্কেটে সামিল হতে চলা শেয়ার। বলাবাহুল্য একবার এই অপশন্যাল বাজারে যেসব শেয়ার প্রবেশ করে তাদের ভলিউমও অনেকটাই বেড়ে যায়। কারণ তাদের নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে শুরু দেন খোদ বড় আকারের ট্রেডাররা। এঁরা মূলত ফিউচার বাজারে কাজ করেন, আর বেশ কয়েক লট করে শেয়ার কেনেন। স্বাভাবিকভাবেই অল্প লাভেই এরা হাতের শেয়ার ছেড়ে দেন। লাভের ভাঁড়ারও সবসময় পরিপূর্ণ থাকে তাঁদের। সাধারণভাবে যাঁরা ক্যাশ মার্কেটে কাজ করে থাকেন তাঁরা আর ফিউচার বাজারে কাজ করা পাবলিক পুরোপুরি আলাদা। এক অর্থে এঁদের বাজারের নিয়ন্ত্রকও বলা চলে। তা এই মে মাসে যেসব শেয়ার বাজার ফিউচারে লিস্টেড হতে চলেছে তার মধ্যে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ , গডফ্রে ফিলিপসের মতো শেয়ারও শামিল আছে।

সাধারণভাবে মোদি সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কালো টাকা আটকাতে এবং আয়কর ফাঁকিবাজদের ধরতে তার পূর্ণাঙ্গ ফল হাতে পেতে অনেকটাই দেরি হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি এদের আশ্বাসবাণী বাজারে এবার প্রকৃত অর্থেই 'ঠিকঠাক' অর্থ প্রবেশ করবে। কালো টাকার পুঁজরক্ত থেকে মুক্ত হয়ে ভারতের বাজার আসল স্বরূপ লাভ করবে। কালো

অর্থনীতি

টাকায় চলা সমান্তরাল অর্থনীতি নয়, সঠিক মূল্য অনুযায়ী বাজার ধাবিত হবে। বিদেশিরা এটা ভালো মতো জানেন যে ভারতের বাজারের মতো সম্ভাবনা গোটা দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। তাছাড়া সরকারের সাম্প্রতিক সব সিদ্ধান্তকে এই বিদেশি তথা এফআইআইরা কুর্নিশই করছেন। এখন ভারতের বাজারে তারা যে বিক্রিবাট্টা করছেন হতে পারে সেটা ফেডের সুদের হার বাড়ানোর প্রাথমিক ধাক্কা হিসেবে সংগঠিত হচ্ছে। ৮ হাজারের সামান্য নিচ থেকে সেই যে সাপোর্ট নিয়ে ভারতের বাজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে তার এই ভিতটা খুব পোক্ত। যা আগামী বেশ কয়েকবছরে ভারতের বাজারকে তুঙ্গে নিয়ে যাবে। এমনটাই ধারণা শেয়ার বিশেষজ্ঞদের।

নিফটি যখন একমাসের ওপর ৯ হাজারের ওপর দাঁড়িয়ে অর্থাৎ বসবকিছু যখন ভালো থাকে তখন আবার কুডাকও মাঝেমধ্যে মনকে তাড়না দেয়। ঘর পোড়া গরু লগ্নিকারীরা তাই ভরপুর বাজারেও পুরোপুরি খোশ মেজাজে থাকতে পারে না। এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ লগ্নিকারীদের কোটি কোটি টাকার সম্পদ এখানে নড়াচড়া করে। তা নিয়ে চিন্তা তো হবেই। আসলে শেয়ার বাজার বা অর্থনীতির হালচালও অনেকটা মানুষের জীবনের মতো। এখানেও সুখ এবং দুঃখের সমান অংশীদারিত্ব আছে। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজার তলাশ করলে খোঁজ মিলবে এমন অনেক মানুষের যারা এই বাজারে অন্ধের মতো ট্রেড করতে গিয়ে অনেক টাকা খুঁইয়েছেন। আবার এমন অনেককেও পাওয়া যাবে যারা ধৈর্য্য রেখে বিনিয়োগ করে লাখপতি, কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন শেয়ার বাজার থেকে। এখানে কিছুটা ভাগ্যের কারসাজিও আছে নিশ্চিতভাবে। তবে এটা একশো শতাংশ ঠিক, ভালো সংস্থার শেয়ার ক্রয় করলে তার থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। যেমন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত শেয়ার কাউকে খুব একটা ঠকায় না বলেই মনে হয়। এর মধ্যে আবার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। একটি সংস্থা যারা দেশের তাবড় শিল্পপতিদের মধ্যে অন্যতম সেরা বলে চিহ্নিত সেই গ্রুপের দুভাইয়ের শেয়ার ধরে বহু মানুষ ফেঁসে রয়েছেন। তাদের মধ্যে একটির বিদ্যুত সংস্থার আইপিও বা ইনিশিয়াল প্রাইজ অফার নিয়ে কি পরিমাণ উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল তা এখনও স্মৃতির মণিকোঠায় দগদগে রয়ে গিয়েছে। এদেরই অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সংস্থা নিয়েও একটা সময়ে বাজারে অনেক আশাবাদী কথা চালু ছিল যা এখন পুরোপুরি খরচের খাতায় চলে গিয়েছে। এত প্রভাবশালী গ্রুপের অন্য একটি অর্থনৈতিক মাপকাঠির শেয়ার তো ব্যাঙ্ক হচ্ছে বলে বাজার প্রায় ধরেই নিয়েছিল। আর এই গল্পে একসময়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে এর দাম। এখন সেই শেয়ারগুলি এতটাই কম দামে রয়েছে যাতে ওপরের দামে আটকে যাওয়া ট্রেডাররা বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। হবে না বা কেন? কত কোটি কোটি টাকা মানুষ এতে লাগিয়ে রেখেছেন। যা কখনই বেচে দেওয়া সম্ভব নয় তাদের পক্ষে এত কম দামে।

লগ্নিকারীদের রক্ষা করতে এখন নিয়ামক সংস্থা সেবি অনেক কড়া অবস্থান নিয়েছে। যার ফল পাওয়া যাচ্ছে হাতেনাতে। এখন অবৈধভাবে মার্কেটে যারা ম্যানিপুলেটের খেলা খেলতে যাচ্ছে তাদের অনেকেই হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আসলে ভারতীয় বাজার তো বটেই সারা বিশ্বেই পরিবর্তন প্রথম সংগঠিত হতে থাকে হাতে-কলমের শেয়ারের যুগের অবসান হওয়ার পরে। একটা সময়ে ভারতের অন্য শহরের মতো কলকাতার ডালহৌসির গলি গলিতে রমরমা ছিল ফিজিক্যাল শেয়ারের। একজন বিনিয়োগকারী বা সাধারণ ট্রেডার সঠিক কোন দামে তার ব্রোকার শেয়ার কিনে দিচ্ছে তা ধরতে পারতেন না। তাঁদের যে দামেই শেয়ার দিত ব্রোকার তাই ভালো মনে মেনে নিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরেও চলে যেতেন। এভাবে মানে সেই ফিজিক্যাল শেয়ারের আমল থেকেই অনেকের অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। তবে এটা ঠিক সেই পুরনো দিনেও এমন অনেক ব্রোকার ছিলেন যারা তাদের গ্রাহকের সঙ্গে কখনও বেইমানি করেননি।বাজারে ঘুরলে এরকম অনেক খুচরো বিনিয়োগকারীর দর্শন পাওয়া যায় যারা নিজেদের পুঁজির একটা বড় অংশ ভালো সংস্থার শেয়ার কিনে ডিপি বা ডিম্যাটে ফেলে রাখে। কখনই সেগুলি তারা বেচে না। বরং সেই শেয়ারের থেকে প্রাপ্ত বোনাস এবং ডিভিডেন্ড পেতে বেশি অভ্যস্ত থাকেন। লগ্নির একটা অংশ এরা আবার সংরক্ষিত রাখেন রোজকার কেনাবেচা বা ডেইলি ট্রেডিংয়ের জন্য। যাকে অনেক ক্ষেত্রে ফাটকা বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ এতে একদিকে যেমন চূড়ান্ত লাভ করা সম্ভব, প্রকারান্তরে ক্ষতির দিকটাও কোনও অংশে কম নয়। সেক্ষেত্রে শেয়ার বাজারে একটা পরিচিত শব্দ প্রায়শই শোনা যায়। সেটি হল স্টপ লস। প্রফিট বা লাভের ফসল ঘরে তোলার মতো লস বুক বা ক্ষতিও স্বীকার করে নেওয়া উচিত। অর্থাৎ যে দামে কোনও শেয়ার কেনা হয়েছে তার থেকে যদি নিচে আসতে শুরু করে তা তবে অবশ্যই প্রাথমিক অবস্থায় একবার বেচে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। এতে খুব বেশি একটা লোকসান হয়না। এর জন্য স্টপ লস লাগিয়ে রাখা আবশ্যক।

শেয়ার বাজারে যাঁরা প্রাথমিকভাবে লগ্নি করেছেন বা ভবিষ্যতে এই বাজারে অর্থ খাটাতে চান তাঁদের জন্য প্রথমেই যেটা বলার তা হলে এর ওর কথায় না প্রভাবিত হয়ে নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ট্রেডিং করুন। তাতে লাভের হার কম হোক তাও সই। কিন্তু ভালো সংস্থায় অর্থ লগ্নি করলে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। ফাটকা থেকেও বিরত থাকা উচিত বাজারের নবিশ বিনিয়োগকারীদের। কারণ ফাটকা এমন ধরণের নেশা যা তালগোল হারিয়ে পুঁজিপাটাকে লোপাট করে তোলে। এর শিকার বহু মানুষ রয়েছেন যাঁরা শেয়ার বাজারের নাম শুনলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অথচ এই অর্থ বাজার কিন্তু হাত বাড়িয়ে রয়েছে আপনার ঝুলি ভরে দেওয়ার জন্য। এর জন্য প্রয়োজন সংযম ও ট্রেডের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রাখা।

রাজ্যে ৪৯৮২ ডাক সেবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৪,৯৮২ জন গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ করবে ভারতীয় ডাক বিভাগ। পুরুষ-মহিলা উভয়ই আবেদন করতে পারেন। নিয়োগ হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেলের বিভিন্ন ইউনিটে— ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, মেল ডেলিভারার, মেল ক্যারিয়ার ও প্যাকার পদে।

উল্লেখ্য, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও ডাক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশজুড়ে গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগ।

ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে প্রার্থীরা অন্যান্য সূত্র থেকেও উপার্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে বর্তমানে অন্য কোনও সূত্র থেকে উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকলেও আবেদন করা যাবে। নির্বাচিত হিসেবে ঘোষিত প্রার্থীদের ১ মাসের মধ্যে কাজে যোগদানের আগে অন্য সূত্র থেকে উপার্জনের প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত মাধ্যমিক পাশ। প্রার্থীর কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে এবং কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ৬০ দিনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। তবে কম্পিউটার সার্টিফিকেট না থাকলেও আবেদন করা যাবে। নিয়োগের সময় এই সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

বয়স ১৮-৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য নির্ধারিত মোট ৪,৯৮২টি শূন্যপদের মধ্যে তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ৯৪৫টি, তফসিলি উপজাতিদের জন্য ২৫২টি এবং ওবিসিদের জন্য ১,২২৪টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

গ্রামীণ ডাক সেবক (ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার) পদে নির্বাচিত প্রার্থী যদি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দা না হয়ে তাকেন, তাহলে কাজে যোগদানের আগে তাঁকে সংশ্লিষ্ট শাখা ডাকঘর-সংলগ্ন গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এই মর্মে প্রার্থীকে আবেদনের সময়ই একটি ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে। ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার ছাড়া বাকি সব পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা সংশ্লিষ্ট শাখা ডাকঘরের ডাক বিতরণের এলাকার বাসিন্দা হতে হবে।

ডাকঘর হিসেবে কাজ চালানোর উপযোগী জায়গায় ব্যবস্থা করতে হবে ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদে নির্বাচিত প্রার্থীকেই এবং সে বাবদ খরচও বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টারকে।

গ্রামীন ডাক সেবক (ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার) পদে নির্বাচিতদের ২৫,০০০ টাকা এবং ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার ছাড়া অন্য ডাক সেবকদের ১০,০০০ টাকা ফিডেলিটি গ্যারান্ডি বন্ড বা ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ডাক বিভাগে জমা

কাজের খবর

রাখতে হবে।

ডাক সেবকদের এমন কোনও এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত থাকা চলবে না যার কাজকর্ম ডাক বিভাগের কাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়।

ডাক সেবকরা তাঁদের কাজের বিনিময়ে অ্যালাওয়েন্স পাবেন। পদ অনুসারে অ্যালাওয়েন্সের পরিমাণ : ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার : ২,৭৪৫-৪,২৪৫ টাকা, মেল ডেলিভারার : ২,৬৬৫-৪,১৬৫ টাকা, মেল ক্যারিয়ার : ২,২৯৫-৩,৬৯৫ টাকা, প্যাকার ; ২,২৯৫-৩,৬৯৫ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তৈরি মেধা তালিকা অনুসারে। মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়েই পাশ নম্বর থাকতে হবে। একাধিক প্রার্থীর একই নম্বর থাকলে বয়সের নিরিখে (উচ্চতর বয়সের প্রার্থীরা অগ্রগণ্য) মেধা তালিকা তৈরি হবে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে ১৯ মে-র মধ্যে। অনলাইন আবেদনের জন্য প্রথমে নাম রেজিস্টার করতে হবে এই দুই ওয়েবসাইটের কোনও একটির মাধ্যমে : https://indiapost.gov.in. https://appost.in/gdsonline রেজিস্টার করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি টুকে রাখবেন।

ফি বাবদ সাধারণ এবং ওবিসি ক্যাটেগরির পুরুষ প্রার্থীদের ১০০ টাকা জমা দিতে হবে নিকটবর্তী কোনও হেড পোস্ট অফিসে। পোস্ট অফিসের কাউন্টারে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি জানাতে হবে। তফসিলি এবং মহিলা প্রার্থীদের ফি লাগবে না।

ফি জমা দেওয়ার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং ফি জমা দিয়ে থাকলে ফি পেমেন্ট নম্বর উল্লেখ করে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://indiapost.gov.in দরখাস্ত পছন্দের ক্রমানুসারে পদের নাম উল্লেখ করা যাবে।

দরখাস্ত আপলোড করতে হবে এইসব নথিপত্রের স্ক্যান করা কপি : (১) মাধ্যমিকের মার্কশিট বা সার্টিফিকেট; একটি পরীক্ষায় সফল না হতে পারলে অতিরিক্ত মার্কসিট; দুইয়ের বেশি মার্কসিট থাকলে সেটিও আপলোড করতে হবে। মার্কশিটের ফাইল সাইজ হবে ২০০ কেবি-র মধ্যে (সর্বাধিক এ-ফোর সাইজ)। অতিরিক্ত একটি মার্কশিটের ফাইল সাইজ একই হতে হবে। দুটি অতিরিক্ত মার্কশিট আপলোড করলে ফাইল সাইজ থাকতে হবে ৬০০ কেবি-র মধ্যে (সর্বাধিক সাইজ এ-ফোর)। (২) কম্পিটউটার সার্টিফিকেট (থাকলে) ফাইল সাইজ হতে হবে ২০০ কেবি-র মধ্যে (সর্বাধিক সাইজ এ ফোর)। (৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেট। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০০ কেবি-র মধ্যে (সর্বাধিক সাইজ এ-ফোর)। (৪) ফটো (৫০ কেবি, ২০০×৩০০ পিক্সেল)। (৫) সই (৫০ কেবি, ২০০×৩০০ পিক্সেল)।

নির্বাচিত হলে প্রার্থী ডাক বিভাগ থেকে এসএমএস ও ই-মেল পাবেন।

খুঁটিনাটি তথ্য এবং অঞ্চল অনুসারে শূন্যপদের তালিকা দেখা যাবে উপরোক্ত দুই ওয়েবসাইটে। তথ্যের জন্য মেল করতে পারেন এই ই-মেল অ্যাড্রেসেও : dopgdsenquiry@gmail.com.

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৯ এপ্রিল – ৫ মে, ২০১৭

মেষ : শরীরের দিকে নজর দেবেন, কোমরে চোট আঘাতের যোগ, পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, কর্মস্থলে দায়িত্ব বাড়বে। বন্ধুদের সহায়তা লাভ করবেন।

বৃষ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন, অর্থনৈতিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যাবে, মাথা ঠান্ডা রেখে চলার চেষ্টা করুন। শত্রুতার যোগ।

মিথুন : ত্রিধাতু রোগে কষ্ট পেতে পারেন, কথাবার্তায় সংযত থাকা উচিত। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কর্কট : বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। চলার পথে অনেক বিপদ এলেও আপনি সেগুলো সামলিয়ে নিতে পারবেন।

সিংহ : কম-বেশি ঝগড়া অশান্তি লেগেই থাকবে। অতএব নিজেকে যথেষ্ট সংযমী হয়ে চলতে হবে। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটতে পারে। লেন-দেনের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

কন্যা : ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্বাদ এড়িয়ে চলুন পুরনো ঝামেলা নতুন করে ফিরে আসতে পারে। লেখাপড়ায় বাধা এলেও ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

তুলা : স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে এগিয়ে যাবেন না। বেকারত্বের অবসান হবে খাওয়া-দাওয়া বুঝে করতে হবে। পাকাশয়ের পীড়ার যোগ। শিক্ষায় চঞ্চলতার জন্য ক্ষতি। নূতন করে ব্যবসায়ে অগ্রসর হবেন না।

বৃশ্চিক : ভাই বোনের সাহায্য লাভ করবেন, ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট করলে ভাল হবে, এমন যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। শরীর ভাল যাবে না। সাবধানে চলুন।

ধনু : পানাহারে সংযত হতে হবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট।

মকর : ব্যবসা-বাণিজ্যে আশানুরূপ ফল পাবেন না। গৃহ-ভূমি, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবেশ পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে শুভফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি সামলিয়ে নিতে পারবেন।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। প্রতারনার যোগ রয়েছে। রাস্তা-ঘাটে সাবধানে চলবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। মানসিক চঞ্চলতা ও উদ্বেগ ক্ষতির কারণ হবে। হাড়ের ব্যথায় কষ্ট।

মীন : শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ভালভাবে করতে সক্ষম হবেন।

শব্দবার্তা ২৮

১		২	■	৩	■	৪	৫
	■	৬			৭	■	
৮	৯		■	■		■	
■		■	■	১০		১১	
১২		১৩		■			■
	■		■	■	১৪		১৫
	■	১৬	১৭			■	
১৮		■		■	১৯		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। গাঁজা ৪। দৈনিক মজুরি ৬। পাতলা গুড় ৮। মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ১০। তীর্থ বা কবর প্রদক্ষিণ ১২। দশমহাবিদ্যা ১৪। চোয়ানো মদ ১৬। ব্রাত্য বসু প্রথম এই নায়িকাকে 'রাস্তা'য় এনেছেন ১৮। আস্বাদিত ১৯। বজ্র।

উপর-নীচ

১। সংক্ষেপে 'গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক' ২। —বেনারসি ৩। কোল, ক্রোড় ৫। লোকপ্রবাহ ৭। গোয়ালিয়রের হিন্দু অধিপতির উপাধি ৯। পরিহিত, গ্রথিত ১১। প্রবল ভাবাবেগ ১২। চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যা ১৩। 'নব জলধারে— রেহা' ১৪। আগমন, আসা ১৫। সরকারি চাকরির অন্যতম শর্ত ১৭। অবনতি, হ্রাস।

সমাধান : শব্দবার্তা ২৭

পাশাপাশি : ১। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ৫। নব ৭। নয়না ৮। মান্য ৯। দায় ১০। সুফলা ১২। দান ১৫। অখন্ড মন্ডলাকার।

উপর-নীচ : ১। ধরনা ২। অগ্ন্যাশয় ৩। কাপুজে ৪ মোহনমালা ৬। বন্য ৭। নয়ন সুখ ৯। দাদা ১১। ফয়সালা ১৩। রহিম ১৪। দ্বাপর।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**-প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**-কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**- শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**- বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**- সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**- মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**- তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**- দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**- নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**- তপন মিদ্দে ● **বাগদা**- সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**- কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**- পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**-সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**-নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**-বিশুদা ● **পি এন বি**- এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**-খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**- দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**- বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**- হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**- অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**- মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

মেডিক্যাল কলেজ রামপুরহাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট: রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের কাজ পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তারা। ২০ এপ্রিল নির্মিয়মাণ কলেজ পরিদর্শনে আসেন স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা অতনু রায়, রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা, মুর্শিদাবদ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, মেডিক্যাল শিক্ষা অধিকর্তা ডাক্তার দেবাশিস ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল সার্ভিস কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার ডাক্তার শৈবাল মুখ্যার্জী। রামপুরহাট হাসপাতাল আছে সেখানে ১৮ একর জায়গায় মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হবে। ৬ কিমি দূরে চকমন্ডলা এলাকায় মেডিক্যাল কলেজের জন্য ২ একর জায়গা ব্যবহৃত হবে। প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ হয়েছে ১৬৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। আলোচনা হয় রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান আশিস ব্যানার্জী, মহকুমা শাসক, সিএমওএইচ, হাসপাতাল সুপারের সাথে। ১০০ জন ছাত্র ছাত্রী পড়াশুনা করবে। ২০১৯ সালের মধ্যে কলেজের কাজ শেষ হবে বলে আশাবাদী আশিস ব্যানার্জী।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার তিন

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগর থানার মানিকনগর এলাকায় একই বাড়িতে দুই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই তরুণকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ১৭ এপ্রিল সোমবার রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে তাদের দুজনেরই বয়স ১৮ বছর, যে দুজন নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ, তাদের বয়স যথাক্রমে ১৪–১৫ বছর, তারা দুই তরুণের পরিচিত। অভিযোগ, রবিবার দুই নাবালিকাকে একটি বাড়িতে নিয়ে যায় ধৃতরা। তারপর পৃথক দুটি ঘরে দু'জনকে ধর্ষণ করে। বাড়ি ফিরে এসে দুই নাবালিকা বিষয়টি পরিবারের লোকজনদের জানায়। সোমবার অশোকনগর থানায় ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম ভজন সরকার ও সৃজন বিশ্বাস। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার একটি পুজোর অনুষ্ঠানে গিয়েছিল হাবড়ার বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণীর দুই ছাত্রী। ওই অনুষ্ঠানে তাদের পূর্ব পরিচিত দুই যুবক ভজন ও সৃজন এসেছিল বাইক নিয়ে। অশোকনগর থানারই গোলবাজার খেজুরতলা এলাকায় আরও এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে রঞ্জন দাস নামে বছর তেতাল্লিশের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ ওই ছাত্রীর মায়ের সঙ্গে রঞ্জনের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। রবিবার কোনও প্রয়োজনে ওই ছাত্রী রঞ্জনের বাড়িতে গেলে সে তাকে যৌন হেনস্থা করে বলে অভিযোগ। সোমবার অশোকনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই ছাত্রী। পুলিশ রঞ্জনকে গ্রেফতার করেছে। তিন ছাত্রীরই গোপন জবাববন্দী নেওয়া হয়েছে বারাসত আদালতে। অভিযুক্ত তিন জনের বিরুদ্ধেই পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে অশোকনগর থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনায় মৃত ১, জখম ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ক্যানিং : গত রবিবার সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অ্যাসবেস্টস ভর্তি লরির সঙ্গে মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মৃত্যু হয় একজনের। জখম একজন। মৃত ব্যক্তির নাম তন্ময় সরদার (২০), জখম বাবুসোনা ঢালি। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার গোপালপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে গিয়েছে হেড়োভাঙা গ্রামের বাসিন্দা তন্ময় সরদার ও বাবু সোনা ঢালি একটি মোটরবাইক করে ক্যানিং আসছিল। অপরদিকে ক্যানিং থেকে হেড়োভাঙা আসছিল অ্যাসবেস্টার ভর্তি লরি। সেইসময় গোপালপুর এলাকায় রাস্তার বাঁকে হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরি ও মোটরবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশের অভিযোগ দুই বাইক আরোহী কাররই হেলমেট ছিল না। লরিচারককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এটি এম বিকল

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার : এটিএম নিয়ে মানুষের দুর্ভোগ যে এখনো চলছে তার উদাহরণ সোনারপুর। এখানে সিংহ ভাগ এটিএম বিকল হয়ে পড়ে আছে। কোনটায় টাকা নেই, কোনটায় মেশিন খারাপ। দু একটা যদিওবা চলছে তাও সেখানে দু হাজার টাকার নোট। এমনকী ব্যাঙ্কের নীচে যে সমস্ত এ টি এম গুলো আছে সেখানে পর্যন্ত টাকা নেই। সকাল থেকে মানুষ হয়রান টাকা তোলার জন্য। মালঞ্চ থেকে কালীতলা পর্যন্ত ১০ – ১২ টি এটিএম আছে, অথচ সেখানে টাকা নেই। বৈশাখের এই দাবদাহে সোনারপুরের মানুষ এটিএম নিয়ে নাজেহাল। বৃদ্ধদের অবস্থা আরও কাহিল। বার বার অভিযোগ জানানো সত্বেও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। কবে সমস্যা মিটবে কেউ জানে না।

প্রাথমিক শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের অবরোধে নাকাল বারাসত

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের অবরোধে বুধবার বনগাঁ ও হাসনাবাদ শাখার ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। এদিন দুর্লভ আড্ডি ও বিশ্বজিত সরকারের নেতৃত্বে প্রায় ৮০–৯০ জন প্রাথমিক শিক্ষক পরীক্ষার্থী বিকেল ৩টে ২০ নাগাদ বারাসতের ১২ নম্বর রেলগেট অবরোধ করেন। তাদের কয়েকদফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ২০০৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষক পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও নিয়োগ।

বিক্ষোভকারীদের অবরোধে এদিন আপ ও ডাউন দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। অবরোধ তুলতে বারাসত জিআরপি ওসি দীপক পাইকের নেতৃত্বে রেল পুলিশের একটি বাহিনী ১২ নম্বর রেলগেটে যায়। অবরোধকারীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে চান। একইসঙ্গে তারা জিআরপি ওসিকে এই মর্মে স্মারকলিপি দেন। রেলপুলিশের পক্ষ থেকে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে প্রায় আধঘন্টা পর অবরোধ ওঠে। এর আগে প্রাথমিক শিক্ষক পরীক্ষার্থীরা একই দাবির ভিত্তিতে এদিন প্রায় দু'ঘন্টা যশোর রোডও অবরোধ করেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

অবরোধকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০০৯ সালের পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও নিয়োগের দাবিতে একাধিকবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদের চেয়ারপার্সনকে ঘেরাও করা হয়। পর্ষদের পক্ষ থেকে এই সমস্যা সমাধানের কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ না করায় এদিন তাদের এই সড়কপথ ও রেলপথ অবরোধের সিদ্ধান্ত। সব মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কার্যত রাজ্য সরকারের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত।

বাওয়ালিতে সদ্যজাত শিশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ এপ্রিল আরও একটি অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকল দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত বাওয়ালির জনপদ। ওই দিন সকালে শ্রীশ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠের সন্নিকটে মন্ডল জমিদারদের টিনের আটচালার পাশে কলাগাছের ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে উদ্ধার হল রক্তমাখা সদ্যজাত এক শিশুপুত্র। বাওয়ালি ভেড়িভেটকাখালি গ্রামের গৃহবধূ আল্পনা ভুঁইয়া দেখতে পান ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটি বস্তাতে কি যেন নড়াচড়া করছে। ওই গৃহবধূ বস্তা সরাতেই দেখতে পান সদ্যজাত একটি রক্তমাখা শিশুপুত্র। স্থানীয় নোদাখালি থানায় খবর দেওয়া হয়। আল্পনা ভুঁইয়া শিশুটিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে নতুন জামাকাপড় পরিয়ে দেন।

স্থানীয় মুচিশা লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শিশুটির পরিচর্যা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে শিশুটিকে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ওই গৃহবধূও হাসপাতালে যান। শিশুটিকে লালনপালন করতে চান ওই গৃহবধূ। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় জানান, শিশুটি বর্তমানে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে এসএনসিউতে ভর্তি আছে। সুস্থও আছে। সরকারি নিয়ম মেনে পরবর্তী সময়ে শিশুটিকে কোনও সরকারি হোমে পাঠানো হবে। তারপর কেউ দত্তক নিতে চাইলে, আইন মোতাবেক ব্যবস্থা হবে। বাওয়ালির মতো জনবহুল এলাকায় সদ্যজাত শিশুকে কারা ফেলে গেল, সে নিয়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর চলছে।

বজবজে চালু হল ২টি ভেসেল

দীপক ঘোষ : খুব সম্প্রতি বজবজ কালীবাড়ি জেটিঘাট সংস্কার করে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেওয়া হল। এই জেটি ঘাট সংস্কারের ফলে বজবজ বাউড়িয়ার মধ্যে যোগাযোগ–এর মান উচ্চ মানের হলো। ইতিমধ্যে একটি কাঠের ভেসেল ও একটি স্টিলবডির মোট ২টি ভেসেল দেওয়া হল। হুগলি জলপথ নিগম পরিবহন নিগম এর ঘাট সুপার ভাইজার মিঃ রাও জানিয়েছেন কেবল মাত্র ঘাট সংস্কার করতে খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকার বেশি। এছাড়াও আরও ভেসেলসহ আরো অন্যান্য অনেক খরচ হয়েছে।

বজবজ জেটিঘাটে ছোট্ট একটা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, পুরমাতা প্রতিমা ধাড়া ও বজবজ কালী বাড়ির সভাপতি দিলীপ চক্রবর্তী ও জলপথ পরিবহন নিগমের মিঃ রাও সহ আরও অনেকে।

সাবধান! মৃত গাছ আশঙ্কায় পথচারিরা

পার্থ ঘোষ, বারাসত : এ যেন এক অন্য ছবি। যে গাছকে প্রাণের স্পন্দন হিসাবে কল্পনা করতে শেখানো হয় বই–এর পাতায়, কখনও কখনও সেই গাছই হয়ে ওঠে প্রাণঘাতী। বারাসতের বনমালীপুরে পরপর দাঁড়িয়ে থাকা মৃত অশ্বত্থ গাছগুলি যেন দাঁড়িয়েই আছে কোনও অজানা আশঙ্কায়। বারাসত জেলাশাসক দপ্তরের ঢিলছোঁড়া দূরত্বের এই এলাকায় মৃত এই কয়েকটি গাছগুলি নিয়ে আশঙ্কায় দিন গুনছেন পথ চলতি মানুষ। এমনি এই এলাকায় তিনটি বিদ্যালয় ও একটি হাসপাতাল অবস্থিত। বারাসত স্টেশন ও ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক সংযোগকারী এই রাস্তাটিতে প্রচুর মানুষ, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এমনকি রোগী ও তার পরিজনরা আনাগোনা করেন। মাঝে মধ্যে বড় বড় গাছগুলি থেকে ছোটখাটো ডালপালা খসে নিচে পড়ে যার মাত্রা ভয়াবহ। সামনে বর্ষাকাল আসায় সকলের কাছে বিপদের মাত্রা যেন আরও প্রকট ভাবে দেখা দিচ্ছে। অবস্থা এমনই সকলে ওই গাছগুলির নিচে দিয়ে যাওয়া একপ্রকার ছেড়ে দিচ্ছেন, ঘুরপথে যাতায়াত করছেন অনেকেই এ ব্যাপারে জেলা বন আধিকারিক মানিক লাল সরকার বলেন, ''আমরা জমির মালিকের চিঠি পেলেই বৃক্ষ নিধনের অনুমতি দিয়ে দিই''। তবে পর পর গাছ মৃত্যুর কারণ হিসাবে পরজীবী আক্রমণ ও কিছু মানুষের অসাধুতাকে দায়ী করেন তিনি। বিপদের আশঙ্কার কথা স্বীকার করে স্থানীয় পুর প্রতিনিধি সমীর কুন্ডু বলেন, 'আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জেলা শাসককে এইমর্মে আবেদনও জানানো হয়েছে।'' তবে যাইহোক এলাকাবাসীর একটাই দাবি একটি গাছ একটি প্রাণ হোক, কিন্তু একটি মৃত গাছ যেন না কাড়তে পারে কোনও একটি প্রাণও।

কালবৈশাখীর বলি ২

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : গত শনিবার রাতে হঠাৎই কালবৈশাখী ঝড়ে মারা যায় ক্যানিং আমতলা ভদ্রী গ্রামের ইলিয়াস মোল্লা (৪০) ও ডায়মন্ড হারবারের বাঁশদ্রোণী গ্রামের মঙ্গলা নস্কর (৯০) বাড়ি । রাতে কালবৈশাখীর ঝড়ে বাড়ির চাল উড়ে যায়। সেই সময় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় মঙ্গলার। অন্যদিকে মুরগীর ফার্মে চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটে ইলিয়াসের। ক্যানিং–১ ব্লকের ইট খোলা পঞ্চায়েতের ১৫টি ঘর বাড়ি এবং হাটপুকুরিয়া ১৭টি ঘরবাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হয় কালবৈশাখীর ঝড়ে। এমনকি ঝড়ের দাপটে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে হাইটেনশন লাইনের পোস্ট পড়ে যায় গৃহস্থের বাড়িতে। ফলে গোটা এলাকায় চলছে লোডশেডিং। তবে ঝড়ের দাপটে জখম ৫ জন। তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এমনকি ঝড়ের দাপটে সুন্দরবনের ঘোড়ামারা দ্বীপ, জি প্লট, মৌসুমী দ্বীপ, সাগরদ্বীপে বেশ কয়েকটি কাঁচাবাড়ি পড়ে যায়। কাকদ্বীপ, কুলপি, নামখানা, মথুরাপুর ১ ও ২ প্রমুখ ব্লকগুলিতে ক্ষয়ক্ষতি হয় কালবৈশাখীর ঝড়ের তান্ডবে।

কালবৈশাখীর দাপটে মৃত বহু পাখি

জয়িতা কুন্ডু : হাওড়া: প্রচন্ড দাবদাহে পুড়ছে জেলার সর্বত্র।তার মধ্যেই গত শনিবার সন্ধ্যায় আকাশ কালো করে ধেয়ে এল কালবৈশাখীর ঝড়।দাবদাহ থেকে স্বস্তি পেয়েছিল হাওড়াবাসী।কিন্তু ফলাফলটা খুব ভাল হয়নি।অল্পক্ষণের ঝড়েই উলুবেড়িয়া,আমতা,উদয়নারায়ণপুর সহ হাওড়ার বহু এলাকায় বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়।বহু টিনের চালের বাড়ির চাল উড়ে যায় ঝড়ে।বিদ্যুতের স্তম্ভ ভেঙে পড়ে রাস্তায়।অনেক বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে রাস্তায়।বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে গ্রামগুলো।পুরো এলাকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হতে সময় লেগে যায় রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত।ঝড়ে বহু গাছ ভেঙে পড়ায় গৃহহীন হয়ে পড়ে বহু পাখি।তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে সেটা হল উলুবেড়িয়া ইএসআই হাসপাতালের কাছে ও পানপুর মোড়ের ঘটনা।শনিবারের কালোবৈশাখীর দাপটে এখানে দুটি বড় চাকুন্দা গাছ ভেঙে পড়ে।ভেঙে পড়ে বেশ কিছু বড় বড় গাছের ডালও।যাতে বাসা বেঁধেছিল বহু বক,পানকৌরি,পন্ড হেরন,নাইট হেরন সহ বহু পাখি।গাছ ভেঙে পড়ায় মারা যায় বহু পাখি।আহত হয়ও বহু।প্রচুর পরিমাণে পাখি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে কেউ কেউ সেগুলো খাবার জন্য নিয়ে পালায়।আবার অন্যদিকে স্থানীয় কিছু মানুষ এগিয়ে আসেন পাখিগুলোকে বাঁচাতে।জল দিয়ে খাবার দিয়ে শুশ্রূষা শুরু করেন তাঁরা।খবর পাঠান বন দপ্তরে।পরের দিন দুপুরে বন দপ্তরের লোকজন এসে পাখিগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যান।গড়চুমুকের মিনি জু–তে আহত পাখিদের রাখা হয়।গড়চুমুকের মিনি জু সূত্রের খবর মোট ৫৭টা পাখিকে এখানে আনা হয়েছে।এই ঘটনার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে।পাশের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোতে আবার নতুন করে পাখি বাসা বেঁধে ছন্দে ফিরছে পাখির দল।

শিশু মৃত্যুতে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত রবিবার দুপুরে এক শিশু মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় বারুইপুর থানার বেলেগাছি বাঁশ মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বেলেগাছি গ্রামের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। শাজান মল্লিক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় কলকাতা থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স আসছিল। অ্যাম্বুলেন্সটি শিশুটিকে ধাক্কা মেরে চম্পট দেয়। স্থানীয় মানুষজন জখম শিশুকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে উত্তেজিত জনতা রাস্তায় অন্য অ্যাম্বুলেন্স চালককে হেনস্থা করে। ফলে ক্যানিং বারুইপুর রোডে ভয়ে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চলছে পুলিশি টহলদারি। এলাকা থমথমে।

কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত সোমবার গভীর রাতে ২৫ থেকে ৩০ জনের দুষ্কৃতী দল ধারালো অস্ত্র নিয়ে বাড়ির দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে এক ব্যক্তিকে কোপালে মৃত্যু হয় তার। বাধা দিতে গেলে জখম হয় আরও ২ জন। মৃত ব্যক্তির নাম মোকাদ্দেস খান (৪০)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার ক্ষিরিশখালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তাদের পরিবারে বেশ কয়েক মাস ধরে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে একটা বিবাদ চলছিল। এলাকায় পুলিশি টহলদারি চলছে।

অনাথ শিশুদের সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাসন্তী থানার মেহেশপুর গ্রামের রাখালচন্দ্র অনাথ আশ্রমের দুঃস্থ অনাথ শিশুদের সাহায্যে এগিয়ে এল বেশ কয়েকজন সমাজ সেবক। ২৫ জন অনাথ দুঃস্থ শিশুদের হাতে বই, খাতা, পেন, পেনসিল, জলের বোতল, টিফিন বক্স, কভার ফাইল এবং শিশুদের পড়াশুনার ১০ হাজার টাকা তুলে দেন ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের পরেশরাম দাস, সুন্দরবনের বিশিষ্ট সমাজসেবক ফারুক আহমেদ সরদার, অনাথ আশ্রমের কর্ণধার অমলকৃষ্ণ পন্ডিত প্রমুখ।

মহানগরে

ধাপা রোড বরুণ সেনগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : এই নিয়ে কলকাতার তিন প্রথিতযশা সাংবাদিকের নামে কলকাতার তিনটি রাস্তার নামকরণ হল। প্রথম সাংবাদিক হিসাবে ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার সাংবাদিক প্রফুল্ল সরকার। দ্বিতীয় সাংবাদিক হিসাবে ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার যশস্বী সাংবাদিক ১৯৬২তে কলকাতা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক গৌর কিশোর ঘোষ। আর গত ২০ এপ্রিল

কলকাতা পুরসংস্থার ২৫ নম্বর মাসিক অধিবেশনে ২৭ নম্বর বিল হিসাবে গৃহীত হওয়া কলকাতার তৃতীয় সাংবাদিক হিসাবে ছিলেন বর্তমান পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনপ্রিয় রাজনৈতিক সমালোচক বরুণ সেনগুপ্ত। পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের মাঠপুকুর বাসস্টপ সংলগ্ন 'বর্তমানে হাউসে'র বিপরীতের কলকাতা পুরসংস্থার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিথ 'ধাপা রোডে'র নব নামকরণ হল 'বরুণ সেনগুপ্ত সরণি'। এই বিশিষ্ট সাংবাদিকের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। শ্রী সেনগুপ্ত ১৯৪৭–এর আগস্ট থেকেই উত্তর কলকাতার বৈঠকখানা বাজারের কাছে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তিনি ছোটবেল বরিশালের বি এম স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। পরে কলকাতার টাউন স্কুলে ভর্তি হন এবং কলকাতার সিটি কলেজ থেকে বাণিজ্যে স্নাতক হন। ১৯৬০–এ আনন্দবাজার পত্রিকায় যুক্ত হন। এবং ১৯৬৫–এ একজন দক্ষ রাজনৈতিক সংবাদদাতায় পরিণত হন। জরুরি অবস্থাকালে তিনি অন্যান্য সংবাদদাতার সঙ্গে জেলেও যান। তিনি ১৯৮৪তে নিজস্ব দৈনিক সংবাদপত্র 'বর্তমানে'র প্রকাশ আরম্ভ করেন। তিনি 'পালা বদলের পালা', 'সব চরিত্র কাল্পনিক', 'অন্ধকারের অন্তরালে' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিতর্কিত গল্পের বই 'ইন্দিরা একাদশী'। তিনি ৭৪ বছর বয়সে ২০০৮–এর ১৮ জুন পরলোক গমন করেন। তবে এতোসব পরেও কলকাতার এক প্রবীণ নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞের কাছে খুবই পরিতাপের বিষয় হল, কলকাতার প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'–এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক জেমস অগাস্টাস হিকি (১৭২৮–১৮০২)–র নামে কলকাতার কোনও সরণির নামকরণ আজও হয়ে উঠল না।

বুদ্ধিজীবীদের মুখোমুখি অমিত

সব্যসাচী সান্যাল : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের তিন দিনের সফর এই রাজ্যের বিজেপি দলের প্রতি সাধারণ মানুষ আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছে তার প্রমাণ মিলল মহাজাতি সদনে বুদ্ধিজীবিদের উপচে পড়া ভীড়।রাজ্যের সর্বত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ সহ হোর্ডিং ,ফ্লেক্স,টি ভি ও কাগজে বি'াপন দেখে লোকে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন অমিত শাহ সাংবাদিক বৈঠকে ও পরবর্ত্তী সময়ে মহাজাতি সদনে বুদ্ধিজীবিদের সমাবেশে কেন্দ্রের দেওয়া আর্থিক অনুদানের বিশোদ ব্যাখ্যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পরিসংখ্যান তুলে ধরে দেখান বাম সরকার ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার সময় রাজ্যে ঋণের বোঝা ছিল ১ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকার অথচ ত'ণমূল সরকারের আমলে তা ৭ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা।জেলার বিভিন্ন জনসভায় বার বার করে বলা হয় বাম সরকারের রেখে যাওয়া দেনার প্রতিবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা সুদ বাবদ কেন্দ্র কেটে নেয় কিন্তু তার যথাযথ ব্যাখ্যা কোথাও উল্লেখ থাকেনা।ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন যেখানে রাজ্যের কেন্দ্রীয় করের ভাগ দিয়েছে ১,০৩৫৩৯ কোটি টাকা সেখানে চতুর্দশ অর্থ কমিশনে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৮৯,৯৪২ কোটি টাকা।আর অন্যান্য হিসাবের মধ্যে রেভিনিউ ডেফিসিট গ্রান্ট এ ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন কোন টাকা দেয়নি অথচ চতুর্দশ কমিশনে ১১৭৬০ কোটি টাকা বরাদ্দকেরেছে। এর সঙ্গে আছে ২১৪০ কোটি টাকা ডিজাস্টর গ্রান্ট, লোকাল বডিজ গ্রান্টে ২০৮৩২ কোটি টাকা।৫১ লক্ষ পরিবারের ১০০ দিনের কাজে অর্থ বরাদ্দ ৩৭৪৫ কোটি টাকা, ১.৮ লক্ষ বাড়ি নির্মানের জন্য ২৩৭৩ কোটি টাকা, ২৩২২ টি রাস্তা তৈরির জন্য আলাদা করে ১২০৯ কোটি টাকা।রাজ্যের ক'ষকরা তাদের ফলানো ফসল আলু,পিঁয়াজ প্রভ'তির দাম পাচ্ছেনা এবং ধানের সংগ্রহ মূল্য যেখানে কেবল মধ্যসত্বাভোগীরা লাভবান হচ্ছে এবং চাষের লোকসানের বোঝা টানতে গিয়ে চাষিরা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে সেদিকে সরকারের কোন দৃষ্টি নেই।ফোঁড়েদের এবং বড় বড় আরতদাড়ের ওপর মূল্য নিয়ন'ণের ব্যাপারে সরকারের কোন প্রচেষ্টা নেই অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া ক'ষিতে রাজ্য সরকার পুরস্কার প্রাপ্তিকে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে।রাজ্যে চালু প্রকল্পগুলি যেমন কণ্যাশ্রী,সবুজসাথী,শিক্ষাশ্রী,খাদ্যসাথী,বৈতরণী,সমব্যাথী,,বিনামূল্যে সব রকম চিকিৎসা পরিষেবার কথা যে ভাবে প্রচার করা হচ্ছে তার বেশীরভাগটাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয় গ্রান্ট এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির নাম পাল্টে রাজ্য সরকারের প্রকল্প বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের কাছে যে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করছে সে প্রসঙ্গ বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি রাজ্য বিজেপির পক্ষে থেকে সঠিকভাবে মানুষের কাছে প্রচারের আহবান জানান।স্বভাবত: প্রশ্ন এসে দাঁড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থ রাজ্য সরকার কোন খাতে খরচ হচ্ছে তার পরিষ্কার হিসাব জনসমক্ষে আসা দরকার।অমিত শাহ উপস্থিত শ্রোতাদের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মহাজাতি সদনে অরাজনৈতিক প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখলেও খোঁচা দেওয়া কথার সুযোগ অমিত শাহ ছাড়েন নি। কংগ্রেস বা কংগ্রেস ভেঙ্গে ত'ণমূল দলের পরিবারিক ভিত্তি রাজনৈতিক দল হিসাবে অস্তিত্বর কথা মনে করিয়ে দেন ।মোটের উপর অমিত শাহের রাজ্যে সফরসূচী বিজেপি কর্মীদের মনে প্রবাল উৎসাহ এনে দিয়েছে তার ওপর দিল্লী পুরনিগম নির্বাচনে ব্যাপক সাফল্য রাজ্যে বিজেপির সমর্থকদের সাংগঠনিক শক্তি অনেকটা বাড়িয়ে তুলবে।এখন দেখা যাক অমিত শাহর রাজ্য সফরের পর রাজ্যে বিজেপির দলীয় নেত'ত্ব সবশ্রেণীর মানুষের সমর্থন নিয়ে অনুকূল পরিস্থিতি কি ভাবে কাজে লাগায়?

বিশেষ শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশেষ শিশুদের নিয়ে কাজ করার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটার উদ্যোগে গত ২৭ মার্চ কলকাতার গুরুসদয় রোডের সিসিএফসি–র হলে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ শিশুদের এক অঙ্কন প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সংগঠনের বিশেষ শিশুরা। প্রতিযোগিতার মান ছিল সাধারণ শিশুদের মতোই। দেখে বোঝার উপায় নেই এরা জীবনের মূল স্রোত থেকে অনেক দূরে শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটার সদস্যরা জানালেন, দীর্ঘ দিন ধরেই এই ধরণের নানা প্রতিযোগিতা তারা অনুষ্ঠিত করে আসছেন। উদ্দেশ্য বিশেষ শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো। এই কাজে তারা যে যথেষ্ট সফল তা এই সংগঠনের দৈনন্দিন কাজকর্মে প্রমাণ মেলে। এলগিন চেম্বারে সংগঠনের মূল দফতরে বিশেষ শিশুদের নিয়ে নানা কর্মকান্ডের পরিকল্পনা ও হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২৯ এপ্রিল – ৫ মে, ২০১৭

আদিগঙ্গা পর্যটনে আসুক

আদিগঙ্গার জলস্রোত ক্রমশ শুধু ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে না। হারিয়ে যাচ্ছে গুরুত্বও। ভাষান্তরে বলা যায় আদিগঙ্গাকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হচ্ছে। অতীতে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে অনেক বাক্‌বিতন্ডা রাজনীতি ঘটেছিল। সেসব আজ অতীত হলেও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। গঙ্গাপাড়ের সৌন্দর্যায়ন নিয়ে প্রচার প্রায়শই নজরে আসে। কোটি কোটি টাকার ফিরিস্তিও শোনা যায়। কিন্তু বাস্তবে আদিগঙ্গাকে 'টালি নালার' মর্যাদায় রেখে দেওয়ার প্রবণতা হয়েছে এবং হচ্ছে। দূষণ, মশার চাষভূমি, শুয়োরের বিচরণভূমি ইত্যাদির বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই। গঙ্গার পবিত্রতা এতে এক বিন্দুও ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে কমেনি।

কথা ছিল আদিগঙ্গায় আবার বইবে পালতোলা নৌকা কিংবা যাত্রী পরিবহনের ভুটভুটি। বাস্তবে আশা পূরণ হয়নি, কেউ কথা রাখেনি। মাঝে গঙ্গার পলি তোলার কাজ কিছুটা এগোলেও বাস্তবে কালীঘাট সেতু পেরোলে বিবর্ণ, দুর্গন্ধময় পাঁকে পড়ে আছে অতীতের ঐতিহ্যবাহী বাংলার আদিগঙ্গা। প্রতি বছর মহালয়ার সময় পিতৃ তর্পণে অজস্র মানুষের সমাগম ঘটে কালীঘাটের আদিগঙ্গার পাড়ে। এছাড়াও প্রায় প্রতিদিনই নানা ধর্ম–কর্মের জন্য আদিগঙ্গার তীরে মানুষের আনাগোনা। তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞতা কোনও গুরুত্ব পায় না প্রশাসনের কাছে। আদিগঙ্গার ওপর খুব সম্প্রতি উদ্বোধন হতে চলেছে চেতলা ও কালী মন্দির সংযোগকারী সেতু। গড়ে উঠেছে খেয়া ঘাটের গা ঘেঁষে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ এটি। কিন্তু আদিগঙ্গার দুই পাড়ে রয়েছে অজস্র অতীত দিনের ঐতিহ্যবাহী মন্দির। সেগুলিও সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়। রাজরাজেশ্বর ও কাশীশ্বর এই দুই প্রাচীন শিব মিন্দর গঙ্গার ঠিক পাড়েই। কিন্তু সরকারি সদিচ্ছার অভাবে আদিগঙ্গার মতোই বিবর্ণ হয়ে পড়ছে দিন দিন।

আদিগঙ্গাকে কেন্দ্র করে অনায়াসে পর্যটন গড়ে উঠতে পারত। অনেকে হাতের কাজও পেতেন। স্রেফ চিন্তাভাবনার অভাব ও উদাসীনতার কারণে মন্দিরময় বাংলা হারিয়ে যাচ্ছে। আদিগঙ্গার জল ও মাটি আজও বাংলার বহু গৃহস্থ বাড়িতে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। সরকার আসে যায়। আদিগঙ্গা থেকে যায় উপেক্ষার আড়ালে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীও আদিগঙ্গার পাড়ের বাসিন্দা। সাধারণ ধর্মপ্রাণ বহু মানুষ উৎসব অনুষ্ঠানের দিন আদিগঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করেন, ভাবার চেষ্টা করেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সান্নিধ্য। বহু কোটি টাকা ধার্য হয়েছে, হয়তো আগামীতেও হবে, কিন্তু বাস্তবে আদিগঙ্গা কী ফিরে পাবে তার অতীত গৌরব? অন্তত একটু স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি। যাতে দুই পাড়ের বাসিন্দারা গর্বের সঙ্গে মনে করতে পারেন আমরা কালীঘাটের আদিগঙ্গার বাসিন্দা। আদিগঙ্গা পরিবর্তনের বাংলায় সেজে উঠুক এই কামনা শুধু বাসিন্দাদেরই নয়, বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রতিটি মানুষই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

সে কয়েক বৎসর অপেক্ষা করুক, এবং এ অজ্ঞানুসুলভ জগৎশাসনের ভাবকে সংযত করুক। ঐ ভাব সম্পূর্ণ চলিয়া গেলেই সে জগৎশাসনের ভাবকে সংযত করুক। ঐ ভাব পদ অগ্রে কি আছে, তাহার কিছুই জানিতে পারে না, আমাদের মধ্যে অনেকেই অল্প কয়েক বৎসর পরে কি ঘটিবে, তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারে না। আমরা যেন একটি সঙ্কীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ–ইহাই আমাদের সমুদয় জগৎ। উহার বাহিরে আর কিছু দেখিবার ধৈর্য আমাদের নাই, এইভাবেই আমরা অসাধু ও দুর্বৃত্ত হইয়া পড়ি। ইহাই আমাদের দুর্বলতা শক্তিহীনতা।

কিন্তু অতি সামান্য কর্মকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি উচ্চতর উদ্দেশ্যে কাজ করিতে জানে না, সে স্বার্থপর উদ্দেশ্যেই নাম যশের জন্যই কাজ করুক। প্রত্যেককে সর্বদাই উচ্চ হইতে উচ্চতর উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং ঐগুলি কি–তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কর্মেই আমাদের অধিকার ফলে নয়' ফল যাহা হইবার হউক। ফলের জন্য চিন্তা কর কেন? কোন লোককে সাহায্য করিবার সময় তোমার প্রতি সেই ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিও না। তুমি যদি কোন মহৎ ব্য শুভ কার্য করিতে চাও, তবে ফলাফলের চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইও না।

কর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে আর একটি কঠিন সমস্যা আসিয়া পড়ে। তীব্র কর্মশীলতার প্রয়োজন, সর্বদাই আমাদের কর্ম করিতে হইবে, আমরা এক মিনিটও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। তবে বিশ্রাম কোথায়? জীবন–সংগ্রামে একদিকে কর্ম–যাহার ক্ষিপ্র আবর্তে আমরা বিঘূর্ণিত আর একদিকে সব ধীর স্থির, সবই যেন নিবৃত্তি উন্মুখ। চারিদিকে শান্তিময় কোনরূপ শব্দ বা কোলাহল নাই, কেবল জীবজন্তু বৃক্ষপুষ্প পর্বতরাজি সমন্বিত প্রকৃতির শান্তিময় ছবি। এই দুইটির কোনটিই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। যেমন গভীর সমুদ্রের মৎস্য উপরে আসিবামাত্র খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়–কারণ জলের প্রবল চাপেই উহা জীবিত অবস্থায় থাকিতে সমর্থ, তেমনি শান্তিপূর্ণ স্থানে বাস করিতে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি সংসারের এই মহাবর্তের

ফেসবুক বার্তা

চলে গেলেন বিনোদ খান্না

বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা বিনোদ খান্না আর আমাদের মধ্যে নেই। আজ সকাল ৮টায় প্রয়াত হয়েছেন তিনি। বলিউডের 'ম্যাটিনি আইডল' এই অভিনেতার প্রয়াণে আমরা শোকাহত। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ফেসবুক বার্তার ভাষা অবিকৃত রাখা হল প্রয়াত অভিনেতা মৃত্যু সংক্রান্ত কলমে।

চৌখস নরেন্দ্র মোদির শরে বিদ্ধ গুরু আদবানী, এর নাম রাজনীতি

নির্মল গোস্বামী

তিনি রামের উপাসক। তাই বোধহয় শর সন্ধান করাটা তাঁর সহজাত ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতা বলে অতি সম্প্রতি তিনি এমন একটি তীর ছুঁড়েছেন যাতে অনেকেই বিদ্ধ হয়েছেন অর্থাৎ অনেক কার্য সাধিত হয়েছে। এবার বলি তিনি কে? তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। এ যেন রবি ঠাকুরের গান ''কোন খেলা যে খেলবে কখন, ভাবি বসে সেই কথাটাই''। রাজনীতির খেলায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী। জনচিত্তের গলিখুঁজি তাঁর মতো আর কোনও নেতা চেনেন না। তাই জনসভাতেই তিনি সব থেকে বেশি সাবলীল। আবার রাজনীতির চালে বিরোধীদের কি ভাবে কাবু করতে হয় তাও তাঁর এক সুপ্রসিদ্ধ কৌশল। অবশ্য এই কৌশল ন্যায় নীতি সম্মত কিনা সে প্রশ্ন তোলা মুর্খামি। কারণ রাজনীতি রাজনীতিই। সে রাজতন্ত্রই হোক আর গণতন্ত্রই হোক। ইতিহাসে দেখা গিয়েছে রাজনীতিকরা যে সিঁড়ি ব্যবহার করে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করেন তাকেই প্রথমেই ধ্বংস করে। কারণ আর যাতে কেউ ওই সিঁড়ি ব্যবহার করতে না পারে।

ভারতীয় জনতা পার্টির দ্বিতীয় প্রাণপুরুষ লালকৃষ্ণ আদবানী। একদা আদবানীর হাত ধরেই রাজনীতির বন্ধুর পথে মোদিজির পথ চলা শুরু হয়েছিল। প্রথমেই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। তারপর সবই ইতিহাস। দিল্লির রাজনীতিতে ইনিংস শুরু করলেন একবারে প্রধানমন্ত্রী হিসাবেই। বিজেপির রাজনীতি নতুন যুগে প্রবেশ করল মোদিজির হাত ধরে। সেটা দলের থেকে ব্যক্তির ভূমিকা মুখ্য হয়ে দাঁড়ানো। আর সেই ব্যক্তি ক্ষমতার মৌরসিপাট্টা নেওয়ার প্রয়োজনেই মোদিজি প্রথমেই দলে প্রতিষ্ঠিত প্রবীন নেতাদের ক্ষমতা খর্ব করলেন। লালকৃষ্ণ আদবানী আর মুরলী মনোহর জোশীদের ডানা ছাঁটলেন। দলের মার্গ দর্শনের পদ দিলেন। যদিও তাঁদের নির্দেশিত মার্গে পাটি যে চলবে না তা তাঁরা নিশ্চিত জানতেন। বিজেপিতে এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে দল ক্ষমতায় এলে অটলজীর পর প্রধানমন্ত্রী দাবিদার আদবানীজি। কিন্তু ধূমকেতুর মতো মোদির উত্থানে আদবানীজি আশায় জলাঞ্জলী দিয়ে মন মরা হয়ে রইলেন। মনের কোণে গোপনে অন্য একট আশাকে লালন করতে লাগলেন সেটা হল যে ২০১৮–এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হয়ে রাইসিনা হিলের বাসিন্দা হওয়া। এটা সকল বিজেপি কর্মীরা ধরে নিয়েছিল রাষ্ট্রপতি পদটি মোদি আদবানীজিকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ উপহার দেবেন। এবং পার্টির অভ্যন্তরে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করারও কেউ ছিল না। এবং আদবানীজিও নীরবে সবকিছু মেনে নিচ্ছিলেন। অনেক বিষয় তিনি মুখ খুলতে পারতেন কিন্তু খোলেন নি কারণ মোদির বিরাগভাজন না হওয়া কারণ এখন তিনি বিজেপিতে দলের চাওয়া বলে কিছু নেই। মোদিজির চাওয়াই হল দলের চাওয়া। তাই সংসদে 'এথিকস' কমিটির চেয়ারম্যান সত্ত্বেও নারদ কান্ডে তৃণমূল এম পিদের ঘুষ নেওয়ার ছবি দেখেও, বিরোধীদের দাবি সত্ত্বেও এথিকস কমিটির কোনও বৈঠক ডাকেন নি। কারণ বুঝেছিলেন যে মোদি এটা চান না। তাই তিনি এতো বড় একটা কেলেংকারি দেখেও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সেজে রইলেন। পাছে রাইসিনা হিলের পথে অন্তরায় হয়।

রাষ্ট্রপতি ঠিক করার সময় সমাগত যখন, যখন উত্তরপ্রদেশে জয় বিজেপি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে অনেকাংশে নিশ্চয়তা দান করল, ঠিক তখনই মোদি বাবরি মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত বিজেপি নেতাদের মামলা যা অযোধ্যা কোর্টে এবং লক্ষ্ণৌ হাই কোর্টে নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল সেই মামলাকে আবার নতুন করে সিবিআই–কে দিয়ে খুঁচিয়ে তুলল। এই মামলা আবার নতুন করে তদন্ত করার জন্য সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে আপিল করল। এবং স্থানীয় কোর্ট অনুমোদন দিল দু বছরের মধ্যে তদন্ত শেষ করার। প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ছাড়া সিবিআই এই কাজ যে করতে পারে না তা সকলেই বিশ্বাস করে।

তাহলে প্রশ্ন হল কেন মোদিজি নিজের দলের লোকেদের এই বিড়ম্বনার মধ্যে টেনে আনলেন? ওই প্রশ্নের উত্তর লালুজি যথার্থই বলেছেন। আদবানীজির নাম রাষ্ট্রপতি হিসাবে যাতে না উঠে সেই বন্দোবস্তই পাক্কা হল। আদবানীজি নিজেই আর দাবি করতে পারবেন না। কারণ একজন অভিযুক্তকে রাষ্ট্রপতি পদের মনোনয়ন দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় এতোদিন যারা সিবিআইকে প্রধানমন্ত্রীর খাঁচায় পোষা তোতা বলে ব্যঙ্গ করে এসেছে তাদের মুখের মতো জবাব দেওয়া গেল। প্রধানমন্ত্রীর পোষা তোতা তারই দলের সিনিয়র নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে চাইবে কেন? সিবিআই স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্ত্বা বলেই এই কাজ করতে পারছে।

তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ দিন ধরে অভিযোগ করে আসছেন যে প্রধানমন্ত্রী সিবিআইকে দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছেন। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবুও আর এই প্রশ্ন তোলার জায়গা থাকল না।

উত্তর প্রদেশে বিপুল জয়ের পর উগ্র হিন্দুত্ববাদী রামমন্দির নির্মাণকারীরা তেড়ে ফুঁড়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের সরকার এই বলে তারা বল পেয়েছে। তারা যাতে বেশি বাড়াবাড়ি করতে না পারে তার একটা কঠিন ও সদর্থক বার্তা দেওয়া হল। আইন আইনের পথে চলবে। কেন্দ্রীয় সরকার আইনের প্রশ্নে কোনও রূপ হস্তক্ষেপ যে করবে না তার ঘোষণা বেঙ্কাইয়া নাইডু করে দিয়েছেন। ফলে আন্দোলনকারীরা আইন ভাঙতে দশবার ভাববেন। রামমন্দির নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি উত্তরপ্রদেশের ভোটারদের কাছে ছোট–বড়–মেজ সব বিজেপি নেতারাই দিয়ে এসেছে। আপাতত দু বছর এই প্রশ্ন আর কেউ করবে না। সরকারও কোর্ট দেখিয়ে দায় এড়িয়ে চলতে পারবে সহজেই।

সর্বশেষ বার্তাটা দেওয়া হল ভারতের সংখ্যালঘু সমাজের কাছে। উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার বেআইনি কসাইখানা বন্ধ করেছে— মুসলিমদের সস্তায় প্রোটিনে টান পড়েছে। উগ্র মৌলবাদী, নেতারা সমগ্র মুসলিম সমাজকে মোদি এবং বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না তারা। বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকার গো হত্যা আইন করে বন্ধ করেছে তাদের রাজ্যে। বিজেপির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটকে এক জায়গায় আনতে আঞ্চলিক দলগুলো এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে প্রচার করার তোড়জোড় বিজেপি রাজত্বে সুরক্ষিত নয়। বিরোধীদের এই প্রচারের মুখেও লাগাম পরালেন মোদিজি। বাবরি মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় স্তরের নেতারা কংগ্রেসের আমলে ছাড় পেলেও দেখো আমার রাজত্বে ছাড় নেই। আমার কাছে জাত পাত ধর্মের রং দেখে বিচার ব্যবস্থা চলে না। আইন নিরপেক্ষভাবে আইনের পথেই চলবে। ফলে বিরোধীদের ভ্রান্ত প্রচারে বিভ্রান্ত হবে না। উত্তর প্রদেশে ভোটে যে বিপুল সংখ্যক মুসলিম ভোট তারা পেয়েছে তাদের আশ্বস্ত করা হল। এবং নিজের নিরপেক্ষ শাসকের চিত্রও তুলে ধরা হয়। এর নাম রাজনীতি বোঝ ঠ্যালা। এখন কোনও কিছু সোজা পথে চলে না।

সিরিয়ার ঘটনায় তৃতীয় মহাযুদ্ধের ইঙ্গিত?

চিন্তায় জেরবার শান্তিকামী সমাজ

পরেশচন্দ্র দাশ

ঠিক তাই। আমি আপনি না চাইলেও আসন্ন আর একটি ভয়াবহ মহা যুদ্ধ পারে প্রকৃত শান্তি আনতে। আর সেই যুদ্ধ যে কত মারাত্মক হতে পারে তা বলবেন বিশেষজ্ঞরা। তবে সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাইতে ভয়াবহ হতে চলেছে। সেটা সহজে অনুমেয়। বিচক্ষণ পাঠক, একবার ভেবে দেখুন তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্বের পর থেকে কতো শ্বেত কপোত ওপড়ানো হলো? আর কত অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রাণ হারিয়েছে বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার মানুষ। তবু ও তবু ও প্রশ্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি আসন্ন?! আর এই যুদ্ধ যদি একবার ধর্ম যুদ্ধ এর দিকে মোড় নেয় তা হলে তার পরিণতি দেব না জানন্তি, কুতা মনুষ্যা ? যাই হোক, অনুমান করা হচ্ছে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে সিরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে । পরিপূর্ণ বিশ্বযুদ্ধ না হলেও এটা হলফ করে বলা যায় সিরিয়া আক্রান্ত হলে আমরা একটা মহাযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে! সিরিয়া আক্রান্ত হওয়ার পরপরই লেবানন, প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েল যোগ দিবে। হয়তো ইজরায়েল এই মোক্ষম সুযোগে তার চিরশত্রু ইরানে আক্রমণ চালাবে। তারপরে যোগ দিবে ইরান ও সৌদি! কারণ ইরান সরাসরি যোগ দিলে সৌদিও বসে থাকবে না। আর সিরিয়ার পর লেবানন আক্রান্ত হলে ইরানের যোগ না দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। কারণ লিবিয়াতে যেরকম তেল স্বার্থ ছিল পশ্চিমাদের সিরিয়াতে তেমন স্বার্থ নেই। আর যে সৌদি আরব দেশগুলিতে গণতন্ত্রের জয় দেখলে আতংকে শিহরে উঠে সে সৌদি কেন সিরিয়াতে তথাকথিত গণতন্ত্র কায়েমের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে! সেই কারণ আর কিছুই নয়। এটা হলো ইরান আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি। কারণ ইরান আক্রমণ করতে হলে ইরানের অন্যতম প্রতিরোধ শক্তি হিজবুল্লাহ ও সিরিয়াকে ধ্বংস করতে হবে। এটাই হল যুদ্ধ শুরুর মূল কথা । ওই সব রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের গল্প সব বানানো। আর যদি রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ হয়েও থাকে সেটা প্রয়োগ করেছে সৌদি, ইজরায়েল শক্তি বিদ্রোহীদের দ্বারাই। সৌদি প্রিন্স এর আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে পুতিনকে সিরিয়ার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের বিনিময়ে ঘুষের প্রস্তাব দেন, কিন্তু রুশ প্রেসিডেন্ট তা প্রত্যাখান করেন। তখন প্রিন্স বলেন তাহলে সিরিয়ায় সামরিক হামলা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এরপরেই সৌদি আরব আমেরিকায় নিযুক্ত তার রাষ্ট্রদুতকে নির্দেশ দেয় আমেরিকার কংগ্রেস ও প্রশাসনকে সিরিয়ায় হামলার যৌক্তিকতা বুঝানোর। আর এরপরেই সিরিয়ায় রাসায়নিক হামলার ঘটনা ঘটে! তবে সৌদি যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে এই শর্তে আমেরিকা শেষ পর্যন্ত সিরিয়ায় হামলা করতে রাজি হয়েছে। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ করার মতো অবস্থায় নেই । হিজবুল্লাহ যুদ্ধ প্রস্তুতি হিসাবে সিরিয়া সীমান্তে তার বাহিনী মোতায়েন করেছে ও হিজবুল্লাহর সকল সদস্যের ছুটি বাতিল করেছে! আর রাশিয়া প্রথমদিকে পরোক্ষভাবে থাকলে শেষে প্রত্যক্ষযুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হবে ।এর বহুবিধ কারণ আছে। অথবা রাশিয়া শেষ পর্যন্ত সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও সিরিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করা অব্যহত রাখবে সেটা পরিষ্কার করে বলেছেন পুতিন। ইতিমধ্যেই রাশিয়া ঘোষণা করেছে যে আমেরিকা সিরিয়া আক্রমণ করলে আমরা সৌদিতে হামলা চালাব। রাশিয়া সত্যিকারভাবে সৌদিতে হামলা চালাবে কি না সেটা নিশ্চিত না হলেও এই প্রথমবার রাশিয়ার মতো পরাশক্তি সৌদিতে হামলা চালানোর হুমকি তাপর্যপূর্ণ বটে! চিন সরাসরি জড়িত হয়তো হবে না। কারণ এই যুদ্ধের মাধ্যমে আমেরিকা একক পরাশক্তির মর্যাদা হারাবে আর একক পরাশক্তি হিসাবে উঠে আসবে চিন! তুর্কি এই যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করবে কি না সেটা পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে না যদিও তুরস্ক সর্বদাই আমেরিকা ইজরায়েলের মিত্র হিসাবেই

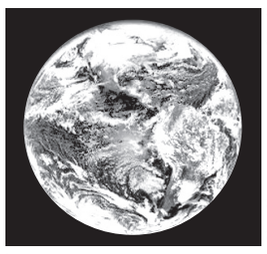

দেশ দেশান্তরে

কাজ করে এবং এই যুদ্ধেও থাকবে। এই যুদ্ধে সবচেয়ে লাভবান হবে ইজরায়েল। কারণ এতে হিজবুল্লাহ, ইরান, সিরিয়ার শক্তি অনেকাংশে বিনাশ হবে। আর এটাই ইজরায়েলের পরম চাওয়া ও পাওয়া। বাদ বাকি আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলিও তো ইজরায়েলের নিয়ন্ত্রণেই আছে। বৃহত্তর ইজরায়েলে বাস্তবায়নে এই তিনটি শক্তিই বর্তমানে ইজরায়েলের পথের কাটা। তাই আপাতত যুদ্ধ স্থগিত করার সম্ভবনা নেই। আমেরিকা যুদ্ধ করতে না চাইলেও ইজরায়েল লবি সেটা করতে সুযোগ দিবে না। তাই ওবামা এই আসন্ন যুদ্ধের প্রতিরোধকামী শক্তির প্রস্তুতি দেখেই ডেটলাইন ঘোষনা করার পরেও পিছু হটেছেন এই কারণে যে এতে কংগ্রেসের অনুমতি না নিলে হয়তো পরে তিনি অভ্যন্তরীনভাবে বিপদে পড়বেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণভাবে সবাইকে শামিল করাতে কংগ্রেসের অনুমতি নেওয়া একটা উদ্দেশ্য। ইজরায়েল ও সৌদি যেভাবেই হোক আমেরিকাকে বাধ্য করবে সিরিয়া আক্রমণ করতে। কারণ ইজরায়েল ও সৌদি মরিয়া হয়ে উঠেছে উঠতি পরাশক্তি ইরানকে ঠেকাতে। এই দুই দেশের লক্ষ সিরিয়া নয়, লক্ষ্য ইরান। তাই সিরিয়া হবে শুরুমাত্র। অবাক করার বিষয় এ যুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েলের প্রধান সহযোগী আল কায়েদা! বিষয়টা আসলে অবাক মত কিছুই নেই কারণ আল কায়েদার সৃষ্টিই হলো পশ্চিমাদের হাত ধরে। এই গ্রুপটি নিজেদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের দ্বারাই আমেরিকার স্বার্থ হাসিল করে দিচ্ছে। আফগানিস্তানে, লিবিয়ায় ও সিরিয়ায় এদের ভুমিকা সবার কাছে পরিষ্কার। আল কায়েদা যে কত ভয়ংকর বিশ্ব মানবতার জন্য তা যে কোনো সুস্থ মানুষের শরীরই শিউরে উঠার কথা! আর এরাই হলো ইজরায়েলের মত আমেরিকার অন্যতম সহযোগী। তবে পার্থক্য হলো আমেরিকা এদের ব্যবহার করে টয়লেটে পেপারের মত! কাজ হাসিল হলে ওদেরকেই হত্যা করতে উদ্যত হয় যাতে মানুষজন বুঝতে পারে আমেরিকা সন্ত্রাসের বিপক্ষে! তবে পারমানবিক অস্ত্র প্রয়োগ করা ছাড়া ইজরায়েল, আমেরিকা ও সৌদির ইরান–সিরিয়ার বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই! আড়াই বছর ধরে চলা সিরিয়ার গৃহযুদ্ধই তার প্রমাণ । সেখানে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে আমেরিকা, সৌদি, তুরস্ক, কাতার ও ইজরায়েল তারপরেও সিরিয়ার আসাদ সরকার বহাল কবিয়তে এখনো টিকে আছে । সিরিয়া আক্রান্ত হলে পারমানবিক অস্ত্র বানানো ছাড়া ইরানের সামনে কোনো বিকল্প নেই বা হয়তো থাকবে না! কারণ এই যুদ্ধে ইরান নিশ্চিত শিকার হতে যাচ্ছে পারমানবিক অস্ত্রের যা হবে হিরোসিমা ও নাগাসাকির চেয়ে শতগুণে ভয়ংকর! দু বছর আগেই ইরানে পারমানবিক অস্ত্র প্রয়োগের ভবিষ্যবানী করেছিলেন ফিডেল কাস্ত্রো। তাই মনে করি ইরানের পারমানবিক অস্ত্র বানা এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র !ইরান পারমানবিক অস্ত্র বানাবে তবে প্রয়োগ করবে কিনা সেটা প্রশ্ন নয় । ইরানকে বানাতে হবে যাতে সে পারমানবিক অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত না হয়। আর পারমানবিক অস্ত্র ইরান প্রয়োগ করতে পারবে কিনা এটা ইরানের মহাকাশ ও মিসাইল প্রযুক্তি থেকে বোঝা যায়। এটা ইরানি নেতারা হয়তো অচিরেই উপলব্ধি করবেন! সো ওয়েট টু সি অ্যা নিউক্লিয়ার ওয়ার!

তবে আমেরিকা সিরিয়া আক্রমণ না করলে এসবের কিছুই হবে না। অবসান ঘটবে সকল জল্পনা কল্পনার। আমরা শান্তিকামী মানুষ সেটাই চাই। অবসান ঘটুক সকল জল্পনা কল্পনার। জয় হোক মানবতার ও মুক্তিকামী মানুষের যারা নব্য উপনিবেশবাদের বলির পাঠা হতে চায় না। আর কোনো যুদ্ধ নয় সেটা সীমিত আকারের হলেও । যুদ্ধ নয় শান্তিই আমাদের কাম্য । গর্জে উঠুক সবার কণ্ঠ–ওবামা. ওলাদ হাত গুটাও সিরিয়া থেকে!

লেখক বলেছেন: কেন ভাই জরুরি একটু ব্যাখ্যা করবেন প্লিজ? সম্ভবত মজা পাচ্ছেন তাই না? কিন্তু যুদ্ধ হলে কি আমরা রেহাই পাব? সেই দিকটা তো বলিই নি! বাংলাদেশের কত শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে কর্মরত আছে সে খেয়াল কি করেছেন? তেলের দাম কত হতে পারে?

আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে অস্ত্রের থেকে তথ্যের যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । এখন একটা ইউটিউবের ভিডিও পুরো দুনিয়াকে ১ মিনিটে নাচিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। হা, তথ্য যুদ্ধও এখন একটা অস্ত্র! এক্ষেত্রে আমেরিকার ও ইজরায়েলের তথ্যশক্তিও কম নয় কারণ সবাই বুঝে গেছে সিরিয়াতে রাসায়নিক হামলা কারা করেছে । তাই শুধু প্রপাগান্ডা হলেই হবে না চাই অথেনটিক তথ্য।

খুন মা, জখম ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নানুর : নানুর থানার পলশা গ্রামে খুন হল এক মহিলা, জখম হয়েছে ছেলে। ২০ এপ্রিল গভীর রাতের ঘটনা। মৃতের নাম প্রতিমা দাস (৪০)। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, প্রচন্ড গরম থাকায় ঘরের বারান্দায় ছেলেকে নিয়ে ঘুমছিল প্রতিমা। মাঝরাতে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি এসে খুন করে প্রতিমাকে। বাধা দিতে গিয়ে জখম হয় ছেলে সঞ্জিত দাস (১৯)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তের খোজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

মডেল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হরিহরপুর : ২৩ এপ্রিল রবিবার বিজ্ঞানমঞ্চের মডেল প্রতিযোগিতা ও আলোচনাচক্র হয়ে গেল বীরভূম জেলার আমোদপুরের 'হরিহরপুর জলধর দে বিএড ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউটে'। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী মেরি কুরির জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান বলে জানা যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের' রাজ্য সহসম্পাদক ড. অরুনাভ মিশ্র। আমোদপুর, নিরিশা, কচুইঘাটা, সাইথিয়া, সিউড়ী, বাহিরী সহ দূর দূরান্তের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা মডেল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী মেরি কুরির জীবনী ও কাজকর্ম তুলে ধরেন 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের' রাজ্য সহসম্পাদক ড. অরুনাভ মিশ্র। শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী আনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানকর্মী মরিউদ্দিন চৌধুরি, মায়া দত্ত। সাধু, সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের সম্পাদক ড. দেবাশিস পাল ও সহসম্পাদক শুভাশিস গড়াই, ইলামবাজার বিজ্ঞানকেন্দ্রের সম্পাদক সাফিক জামাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

দরবারপুরে বিস্ফোরন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ এপ্রিল সোমবার বীরভূম জেলার দরবারপুরে বোমা বিস্ফোরণে নিহতদের বাড়িতে গেল সিপিএম প্রতিনিধিদল। যার নেতৃত্বে ছিলেন যাদবপুরের সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী। সোমবার প্রথমে যাদবপুরের সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে লাভপুরে শান্তি মিছিল করে সিপিএম। এছাড়া ছিলেন নানুরের সিপিএম বিধায়ক শ্যামলী প্রধান, প্রাক্তন সাংসদ রামচন্দ্র ডোম, সিপিএম জেলা সম্পাদক মনসা হাসদা, ফরওয়ার্ড ব্লক জেলা সম্পাদক দীপক চ্যাটার্জী সহ বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ। সেই শান্তি মিছিলে এলাকার কাতারে কাতারে লোক যোগ দেয় যা পরে পরিণত হয় মহামিছিলে। এরপর লাভপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় প্রতিনিধি দলটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২১ এপ্রিল শুক্রবার বীরভূম জেলার লাভপুর থানার দরবারপুর গ্রামে বালিঘাটের দখল নিয়ে সংঘর্ষের সময় বোমা বাধতে গিয়ে মারা যায় ৯ জন। দেহ লোপাটের অভিযোগ করে গ্রামবাসীরা। ২৪ এপ্রিল সোমবার দরবারপুর গ্রামে গিয়ে নিহতদের পরিবারের সাথে কথা বলে এবং ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে যাদবপুরের সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলটি। পরে সিউড়িতে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে জেলাশসক ও পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন দেয় প্রতিনিধি দলটি।

বধূ খুন, স্বামী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পণের দাবিতে বধূ খুনের অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায়। মৃত বধূর নাম পাপিয়া বিশ্বাস (২৫)। অভিযোগ বিয়ের দেড় বছর পরেও শ্বশুরবাড়িতে টাকার দাবিতে পাপিয়ার উপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চালাত স্বামী সঞ্জয় মিস্ত্রি, শাশুড়ি পুতুল মিস্ত্রি এবং ননদ মিঠু বিশ্বাস। গলায় ফাঁস লাগিয়ে পাপিয়াকে খুন করা হয়েছে বলে বাপের বাড়ি থেকে হাবড়া থানায় অভিযোগ করা হয়। তার ভিত্তিতে শনিবার পুলিশ পাপিয়ার স্বামী সঞ্জয়কে গ্রেফতার করেছে। বাকিরা সব পলাতক। বনগাঁর খেদাপাড়ার বাসিন্দা পাপিয়ার সঙ্গে বছর দেড়েক আগে বিয়ে হয় হাবড়ার জয়গাছির বাসিন্দা সঞ্জয় মিস্ত্রির। পাপিয়ার বাবা নিরাপদ বিশ্বাস অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। মা কল্পনা সামান্য চাষবাস এবং দিনমজুরি করে ছোট মেয়ে পাপিয়ার বিয়ে দেন। পরিবার সূত্রের খবর, সোনার গয়না, আসবাবপত্র সহ নগদ ৫০ হাজার টাকা পণ দেওয়া হয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই আরও পণের দাবিতে সঞ্জয় স্ত্রীকে মারধর করত। কল্পনা বলেন 'কখনও মায়ের কখনও বাবার শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিত জামাই (সঞ্জয়)। এই দেড় বছরে পাপিয়ার উপরে জোর খাটিয়ে সঞ্জয় শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকা নিয়েছে। এর জন্য আমাকে ধারদেনা পর্যন্ত করতে হয়েছে। এখনও ধারের টাকা বাকি।' বারাসাত জেলা হাসপাতালের মর্গে দাঁড়িয়ে পাপিয়ার দিদি পুতুল দাস বলেন, 'গত সপ্তাহেই সঞ্জয় বোনের কাছে আরও টাকার দাবি করে। বোন তাতে রাজি না হওয়ায় তাকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পাপিয়া হাবড়ায় জয়গাছি এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে একা থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। দু'দিন ও আলাদা থেকেছে। শুক্রবার সঞ্জয় ওকে বাড়িতে নিয়ে আসে। সেদিন রাতেই সঞ্জয় ফোন করে আমাদের জানায় পাপিয়ার শরীর খারাপ। আমরা হাবড়া হাসপাতালে গিয়ে বোনকে দেখতে পাই। কিন্তু সঞ্জয়রা কেউ ছিল না। ডাক্তাররা জানান, পাপিয়াকে মৃত অবস্থাতেই আনা হয়েছিল।

ছাত্রনেতা স্মরণে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : চন্দননগরের আঞ্চলিক কমিটি ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে লালবাগান অঞ্চলে স্বেচ্ছায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গত রবিবার প্রয়াত কমরেড সুদীপ্ত গুপ্ত স্মরণে পঞ্চম বর্ষে এই রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন রাজ্য সম্পাদক দেবজ্যোতি দাস। রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড

ব্যাঙ্ক। ভারতে ছাত্র ফেডারেশনের চন্দননগর আঞ্চলিক শাখা কমিটির সভাপতি দীপ্তম চন্দ বলেন, প্রচন্ড গরমে প্রখর দাবদাহে রক্তের সংকটজনক অবস্থা মেটাতে এই রক্তদান শিবির। এছাড়া মুমুর্ষ রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এই রক্তদান। এতে ১০ জন মহিলা সহ ৪০ জন রক্ত দিলেন। চন্দননগর পুরনিগমের এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মন্দিরা দত্ত বলেন, এই রক্তদান শিবির থেকে বাংলার মেলবন্ধনের সম্প্রীতির বার্তা সকলকে আহ্বান জানান। তিনি এখানকার যুবাদের সর্বত্রভাবে সাহায্য করেন। এদিন এরই সাথে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে ১০০ জন ব্যক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। ব্লাড পেশার, ইসিজি পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। চিকিৎসকদের সুপারিশ অনুযায়ী কিছু ওষুধও দেওয়া হয় বিনামূল্যে। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ঝিলিক কুমার দাস। ভদ্রেশ্বর পুরসভার কাউন্সিলার তথা এবিটিএ জেলা সম্পাদক গৌতম সরকার, প্রাক্তন বিধায়ক শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিটু জোনাল কমিটির সম্পাদক হীরালাল সিং, সিপিএম নেতা গোপাল শুক্লা।

সৌরভের আসল শক্তি মনুষত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাজারও খারাপ মুখের ভিড়ে এ এক অন্য মুখের গল্প। দুষ্কৃতীদের লালসার হাত থেকে তরুণীকে বাঁচিয়ে ধর্মের বেড়াজাল ভেঙে বিয়ে করে মানবিকতার পরিচয় দিলেন ডায়মন্ড হারবারের এক যুবক। কিন্তু বিয়ের পর থেকে বেকায়দায় পড়েছিলেন নব দম্পতি। দুষ্কৃতীদের লাগাতার হুমকি ফোনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তারা। তবে বাড়ি থেকে তরুণী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর হাওড়ার ডোমজুড় থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মামা। অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণীর খোঁজ শুরু করে পুলিশ। ফলে একদিকে দুষ্কৃতীদের হুমকি ও অন্যদিকে পুলিশের ধরপাকড়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল তাদেরকে। অবশেষে গত সোমবার সন্ধে নাগাদ ডায়মন্ড হারবারের পারুলিয়া উপকূল থানার দ্বারস্থ হন নব দম্পতি। তাঁরা ঘটনার কথা বিস্তারিত ভাবে পুলিশকে জানায়। পারুলিয়া উপকূল থানার মাধ্যমে খবর পেয়ে রাতে ডোমজুড় থানার পুলিশ তরুণীকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়া আদালতে তোলা হলে তরুণীর গোপন জবানবন্দীর ভিত্তিতে স্বামীর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তবে ভিন ধর্মের যুবকের সঙ্গে এই বিয়ে মেনে নিতে চায়নি তরুণীর পরিবার।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, বছর পঁচিশের সৌরভ মন্ডল ডায়মন্ড হারবারের পারুলিয়ার বাসিন্দা। মাধ্যমিক পাশ করার পর হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়াশুনা করে ডায়মন্ড হারবারের একটি হোটেলে কর্মরত ছিলেন তিনি। অন্যদিকে বছর বাইশের তরুণী জয়নাফ খাতুন হাওড়ার ডোমজুড়ের মুন্সিডাঙার বাসিন্দা। ছোট থেকেই মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে থাকতেন জয়নাফ। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর আর পড়াশুনা করেননি জয়নাফ। প্রেমিকের ডাকে সাড়া দিয়ে গত ৩ তারিখ ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে

সাহসী যুগল : জয়নাফ–সৌরভ

আসেন তিনি। দুপুরে ডায়মন্ড হারবারে এসে প্রেমিক সাদ্দামের সঙ্গে দেখা করেন তরুণী। সাদ্দাম তরুণীকে ডায়মন্ড হারবারের পারুলিয়ার বাসিন্দা বলে জানিয়েছিল। দিনভর দু'জনে ডায়মন্ড হারবারে হুগলি নদীর ধরে ঘোরাঘুরির পর সন্ধে নাগাদ তরুণীকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় সাদ্দাম। রাতের অন্ধকারে তাঁকে একা পেয়ে বেশ কিছু দুষ্কৃতী পিছু নেয় তরুণীর। এমনকি তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এর মধ্যে কাজ সেরে হোটেল থেকে বাইরে বের হন সৌরভ। তরুণীকে ঘিরে বেশ কয়েকজন যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় সৌরভের। সাহস করে তরুণীর কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘটনার কথা জানতে চান সৌরভ। কিন্তু পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে পালিয়ে যায় যুবকদের দল। তরুণীর কাছ থেকে সব কথা শোনার পর বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সৌরভ। কিন্তু মা ও মামাকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার কারণে আর বাড়িতে ফিরতে চান নি তরুণী। ফলে সৌরভ জয়নাফকে নিয়ে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন। এরমধ্যে অচেনা নম্বর থেকে বেশ কয়েকজন যুবক ফোনে সৌরভকে লাগাতার হুমকি দিতে থাকে। অন্যদিকে তরুণীকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবারের লোকজনেরা সৌরভকে চাপ দিতে থাকে। তরুণীকে নিয়ে কি করবেন, ভেবে উঠতে না পেরে দিন পাঁচেক আগে স্থানীয় এক মন্দিরে গিয়ে তরুণীকে বিয়ে করে স্ত্রীর স্বীকৃতি দেন সৌরভ। সোমবার রাতে পুলিশের কাছে স্ত্রী জয়নাফকে তুলে দেওয়ার পর সৌরভ জানান, 'জয়নাফকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি। জয়নাফও আমাকে ভালোবাসে। আমার কাছে ধর্ম নয় মানুষই বড়। জয়নাফের জন্যে আমি আদালতের দ্বারস্থ হতে প্রস্তুত।' তবে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় জয়নাফ বলেন, 'সৌরভের দৃঢ়তা ও ব্যবহার দেখে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি। ধর্মের বেড়াজালে যতই আমাদের আলাদা করার চেষ্টা করা হোক, আমি স্বামীর কাছে ফিরে আসব।'

ঘরের মাঠে ছক্কা হাঁকালেন অমিত শাহ

প্রথম পাতার পর

রাস্তাঘাট, অফিস–কাছারি, ট্রেন–বাস–ট্রাম, পাড়ার ঠেক সব জায়গাতেই এখন বিজেপি মন্ত্র আওড়াচ্ছেন সবাই। যা শুনে বিশেষজ্ঞ থেকে বিশ্লেষক সবাই একবাক্যে বলছেন, পালটাচ্ছে, আবহ পালটাচ্ছে। এই পট পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে রাজ্যে বিজেপি বাড়ছে হু হু করে।

ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে যেতে হচ্ছে বছর তিনেক আগে। সালটা ২০১৩–র একেবারে শেষ কি ২০১৪–র শুরু। তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তুলে ধরা হয় নি। তবে বিজেপির অন্যতম প্রধান মুখ হিসেবে মোদি সাহেবের নাম তখন দেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে কলকাতার এক বণিকসভার আমন্ত্রণে ধর্মতলার এক পাঁচতারা হোটেলে আবির্ভাব ঘটেছিল তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। রাজ্যে তখন ৩৪ বছরের বাম জগদ্দল পাথর সরিয়ে একের পর এক কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন পালাবদলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ মনে আছে তখন নরেন্দ্র মোদি প্রথমেই বলেছিলেন রাজ্যে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট যে সুবিশাল গর্ত খুঁড়ে গিয়েছে তা মেরামত করে রাজ্যকে ঘুরে দাঁড় করাচ্ছেন মমতা। এত বড় প্রশংসার পর মোদির ভাগ্যে জুটল কি না কোমরে দড়ি পড়াবার হুমকি। ২০১৪–র লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এভাবেই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী মোদিকে আক্রমণ করেছিলেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় নি টিম নরেন্দ্র মোদির। রমরম করে নিরঙ্কুশ সংখ্যা নিয়ে দিল্লির গদিতে আসীন হয়েছিলেন মোদি। দেশজোড়া বিজেপি হাওয়ায় এ রাজ্যেও বিজেপির ভোট সংখ্যা বাড়ে ব্যাপকভাবে। ১৭ শতাংশ ভোট পদ্মের ঝুলিতে যাওয়া এ রাজ্যে কার্যত রেকর্ড। প্রথম থেকেই মোদির বাড়ানো বন্ধুত্বের হাত ফিরিয়ে দিয়েছেন মমতা। প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যের পালটা যে অভব্যতা তৃণমূলের তরফে তুলে ধরা হয়েছে তা ভদ্রসমাজে রীতিমতো তিরস্কার কুড়িয়েছে।

এর সঙ্গে যোগ করতে হবে নোটবন্দি নিয়ে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের কথাও। অথচ সেই পুরনো নোট বাতিলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে যখন দেশবাসী দুহাত তুলে সমর্থন করছেন তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগবাড়িয়ে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লাগাতার মুখ খোলা হয়তো দেশবাসী ভালো চোখে নেন নি। তার হাতেনাতে প্রমাণ মিলেছে কোচবিহার লোকসভা নির্বাচন এবং কাঁথি বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপির দ্বিতীয় হওয়াতে। অর্থাৎ গো বলয়ের উত্তর প্রদেশে শুধু নয়, রবীন্দ্র–নজরুলের এই বাংলার মাটিতেও পদ্মের শিকড় ক্রমশ গভীর হচ্ছে। যা নিঃসন্দেহে শাসক দলের দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে। এছাড়াও কোনও কারণ ছাড়াই যেভাবে তৃণমূল নেত্রী সবসময় বিজেপিকে প্রধান প্রতিপক্ষ ঠাউরে বিবৃতি দিচ্ছেন তা গেরুয়া শিবিরকে আরও জনভিত্তি প্রদান করছে। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এমনকী বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ স্বয়ং কলকাতা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করেছেন মমতার ধারাবাহিক আক্রমণ তাঁদের ভিত আরও শক্ত করছে। এর ওপর আবার রয়েছে সারদা, রোজভ্যালি ও নারদের হুল। যা কার্যত দিশাহারা করে দিচ্ছে ঘাসফুল ব্রিগেডকে।

খোলা আকাশের নিচে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দা হাবিবুল্লা মন্ডল বলেন, 'খেঁজুর ডাঙা ছাড়াও উত্তরপাড়া, খালপাড় পাড়া, জেলপাড় পাড়া ও পদ্মার ধার পাড়ার শ'খানেক পড়ুয়া কুবই সমস্যার মধ্যে পড়াশুনো চালাচ্ছে। মাথার উপর ছাউনি না থাকায় বৃষ্টি পড়লে তারা ছুট লাগায় বাড়ির পথে।' অভিভাবক তাজমিরা বিবি বলেন, 'বাঁশ গাছের পাতা বই খাতার উপর এসে পড়ে। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন পোকা–মাকড় বাচ্চাদের গায়ে এসে পড়ে। বাচ্চাদের গায়ে ঘা হয়ে যায়।' খাবারে বিষক্রিয়া হতে পারে এই ভয়ে অনেকে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে সাহস পায় না। কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা শিক্ষিকা ফরিদা বিবি বলেন, 'ভবন তৈরি হতে হতে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। এক বাসিন্দার বাড়ির উঠোনে পঠন–পাঠন চলছে। খোলা জায়গায় পড়াশুনো হয় বলে বেশিরভাগ দিন অভিভাবকরা বাচ্চাদের পাঠান না। আমরা কি করব? স্থানীয় বাসিন্দা হাবিবুর রহমান জানালেন, ভবন তৈরির জন্য ছ'লক্ষ টাকার অনুমোদন মেলে। খালপাড় সংলগ্ন হওয়ায় মাটি ফেলার জন্য আরও আশি হাজার টাকার অনুমোদন হয়। প্রথম পর্যায়ে অনুমোদিত টাকায় কাজ শুরু হওয়ার পরে মাঝপথে তা থেমে যায়। ভবন তৈরির বাকি কাজ শেষ করে পঠন পাঠন চালু করতে দু'তিন বার দেগঙ্গা বিডিও–র কাছে আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি। দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সাবির হোসেন তরফদার বলেন, 'সংখ্যালঘু উন্নয়ন তহবিল থেকে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরির অনুমোদন মেলে। শুধু এই বিদ্যালয়টি নয়, টাকার অভাবে দেগঙ্গা ব্লকের ৭টি অঙ্গনওয়াড়ি বিদ্যালয়ের কাজ অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। বিষয়টি জেলা দফতরকে জানানো হয়েছে।' দেগঙ্গার বিডিও মনোজ কুমার জানান, যে ঠিকাদার সংস্থা ভবন তৈরির অনুমোদন পেয়েছিল, তারা মাঝপথে কাজ বন্ধ করে চলে যায়। ফলে নতুন করে আর দরপত্র ছাড়া যায়নি। আর এসবেরই মাশুল গুনতে হচ্ছে এইসব খুদে পড়ুয়াদের।

ব্যর্থ 'থ্রি এস' স্কিম

প্রথম পাতার পর

সিনিয়র ম্যানেজার নীরাজ কুমার স্কিমটির বিষয় শুনে যে সমস্ত মহিলা পুরুষ স্টাফ রোজ খবরের কাগজ পড়েন তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেন এই মহানগরের দু'টি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় চার থেকে ছয় কলাম জুড়ে 'সেফ সেভিং স্কিম' নিয়ে নিউজ প্রকাশ হচ্ছে, ইউবিআই সম্পর্কে আপনারা পড়েননি? তাদের উত্তর 'না'। এক মহিলা স্টাফ ৯ থেকে ৯.২৫ শতাংশ সুদের কথা প্রশ্নকর্তার কাছে শুনে ওই স্কিমে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে বসেন। সিনিয়র ম্যানেজার সার্কুলার নম্বর : এলবিডি/ডব্লুবিআইডিএফসি/এক/ ওএম–০৫৪৫/১৩–'১৪ (৩০ ডিসেম্বর ২০১৩) ওয়েবসাইট ঘেঁটে ই–সার্কুলার প্রকাশ করে অপারেটিং ম্যানেজারকে দিলে ওই ম্যানেজার প্রশ্নকর্তাকে সার্কুলারটির একটি কপি দিয়ে সার্কুলারটি ভালো করে পড়ার কথা বলেন এবং প্রশ্নকর্তার পরিচিতদের মধ্যে যাঁরা এই স্কিমের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা কীভাবে যুক্ত হয়েছেন সমস্ত কিছু ভালো করে জেনে তারপর এই ব্যাঙ্কে আসার কথা জানায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কিমটিকে জনপ্রিয় করতে সরকারি–অসরকারি ব্যাঙ্কের তুলনায় সুদের হারও চড়িয়ে রাখে। তা সত্ত্বেও স্কিমটির ভবিষ্যৎ নিয়েই এখন দস্তুর মতো টানাটানি চলছে। এদিকে নবান্ন অবশ্য আসল রোগটি ধরতে না পেরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিল্লিকেই দুষছে। নবান্নের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় 'অসহযোগিতা'র কারণেই ট্রিপল–এস' মার খাচ্ছে। রাজ্যের অর্থ দফতরের কর্তাদের একাংশের অভিযোগ, এই জাতীয় প্রকল্পকে সফল করতে যে ধরনের প্রচার উদ্যোগ জরুরি, রাজ্যের তরফে তার ছিটে ফোঁটা দেখা যায়নি। গত বছর ২৪ জুন জারি করা এক নির্দেশিকা অনুযায়ী এই স্কিমে ন্যূনতম ১০০০ টাকা এক বছরের জন্য রাখলে ৯ শতাংশ হার সুদে বর্ষশেষে মিলবে মোট ১০৯৩ টাকা। ওই একই অঙ্কের টাকা পাঁচ বছরে ৯.২৫ শতাংশ সুদের হারে বেড়ে দাঁড়াবে ১৫৮০ টাকায়। এই প্রকল্পে এক থেকে পাঁচ বছর সময়সীমার মধ্যে ১০০০ টাকা থেকে শুরু করে এক লাখ টাকা পর্যন্ত জমা করা যায়।

গেরুয়া মিছিল কৃষ্ণনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামনবমী ও হনুমানজয়ন্তীর দিন রামসেবকদের ওপর লাঠি চার্জের প্রতিবাদে প্রতিদিন রাজ্যের নানা জায়গায় গেরুয়াবাহিনী বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নামে মিছিল করছে। এইরকম একটা মিছিল নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে সংগঠিত হতে দেখা গেল অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন 'নদিয়া জেলা মানবাধিকার রক্ষা মঞ্চের' উদ্যোগে। মিছিল কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে শুরু হয়ে জেলা কালেকটরেট অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে পথসভার পর উদ্যোক্তরা জেলাশাসকের প্রতিনিধির কাছে রামনবমীর দিন পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদ জানিয়ে স্মারকলিপি রাজ্যপালের কাছে পাঠানোর জন্য জমা দেন। মিছিলে শুধু গেরুয়া ঝান্ডা ছাড়া কোন রাজনৈতিক ব্যানার লক্ষ্য করা যায়নি। তবে নদিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত যেমন বাদকুল্লা, বীরনগর, চাকদা, রানাঘাট, হরিণঘাটা, কৃষ্ণনগর, শিমুরালি, কল্যাণী থেকে স্বয়ং সেবকদের একটা বড় অংশ ছাড়াও বিজেপির বিভিন্ন মন্ডলের অনেক কর্মীকে মিছিলে পা মেলাতে দেখা গেল। মিছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ' শ্রী রাম' 'জয় জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়েছে। কৃষ্ণনগর শহরের বাসিন্দারা এত বিপুলসংখ্যার যুবকদের রাস্তায় মিছিল করতে দেখে বেশ খানিকটা অবাক হয়ে যান। মিছিলে অংশগ্রহণকারী যুবকদের পথসভায় এরাজ্যের প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো বক্তব্য রাখতে দেখা গেল। কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের নানা ভাবে পাইয়ে দেবার রাজনীতি, স্বরস্বতী পুজো করার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে ধর্মীয় মিছিলকে নিয়ন্ত্রিত করা, রাম ভক্তদের ওপর লাঠি চার্জ সব প্রসঙ্গই এল।

Memo No. 1145/DMMU/AS/MNB/Auditors/17 Date. 25/04/17

Notice Inviting Quotation-01

The District Mission Managment Unit, Sanitation Cell, South 24 Parganas invites offer from bonafide CAG empanelled Auditor /Chattered firm for compilation & preparation of District Audit, Utilisation Certificate and Annual Statement of Accounts (ASA) of Swachh Bharat Mission (G), Swachh Bharat Kosh & Ganga Action Plan for the F.Y 2016-2017 for the District Head Quarter at alipore and all the 29 Blocks spread all over the district South 24 Parganas as per following terms & condition:

1. Audit of F.Y 2016-2017 should be done as per Guideline of SBM(G). A copy of guideline is available in the website of Ministry of Drinking Water & Sanitation(mdws.nic.in). Audited report is to be submitted to the district within 22.05.2017.
2. Closing Balance of District Audit Report 2015-2016 & opening balance of District audit report should match.
3. Any inadmissible expenditure should not be reflected in the Audit report 2016-2017.
4. Block wise expenditure should be shown in the Audit report as per Audit format of SBM(G).
5. Audited expenditure should be reflected in the Utilisation Certificate & ASA.
6. Closing balance of Audit report/U.C & ASA should match.
7. All formats (Annexure-IA, IB....to Annexure-III) should be prepared and duly signed by the competent authority as per guideline of SBM(G). Format will be given after accepting the workorder.
8. CAG empanelled certificate must be submitted.
9. Block/Panchayat Samity A/C balances are to be incorporated in the District consolidated balances. The balances as per bank statement or cash book should be matched or supported by Bank Reconciliation.
   Stale/ outdated cheques are to be incorporated in the Account
10. The rate to be quoted should be inclusive of all charges.

Application is required to be addressed to the District Nodal Officer, District Mission Management unit, Sanitation Cell, South 24 Parganas. 2nd Floor of New Administrative Building, 12 Biplabi Kanai Bhattacharya Sarani, Kolkata-700027.

1. Name of Auditor/Firm:
2. Address, email address & Phone No.
3. CAG empanelled Number
4. Experience in details of such audit having Govt. Fund.
5. Rate of Audit / UC and ASA preparation of work:
   Last date of Submission of application is 05.05.2017 upto 2.00P.M
   The undersigned reserve the right to accept or reject any or all the offers without assigning any reason whatsoever.

Sd/-
Aditional District Magistrate
&
Additional Executive Officer
South 24 Parganas Zilla Parishad
Date: 25/07/17

৪১৮/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২৫.০৪.২০১৭

ভগিনী নিবেদিতার ভারতপ্রেম আধ্যাত্মিকতা ও মানবতাবাদ

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে বিন্দুমাত্র হাতে রাখেন নাই। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপর আপনাকে ব্যপ্ত করিতে পারে, তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। তিনি যখন বলিতেন, 'আওয়ার পিপ্‌ল' তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ভারতের স্বপ্ন নিবেদিতার স্বপ্ন, ভারতের চিন্তা নিবেদিতায় প্রকাশিত। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন, নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপ ভালোবাসিতেন ভারতবাসীও ততটা ভালবাসিতে পারিয়েছে কিনা সন্দেহ। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে বিদেশি যাঁরা সত্যই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।

নিবেদিতা সম্পর্কে উপরিউক্ত কোন মনীষীই অতিরঞ্জিত কোন প্রশংসা করেননি। নিবেদিত প্রাণ এই বিদেশিনীর ভারতপ্রেমে কোন খাদ ছিল না। জন্মসূত্রে আইরিশ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের জন্ম উত্তর আয়ারল্যান্ডের এক ছোট্ট শহরে, ১৮৮৭ সালের ২৮ অক্টোবর। পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল পেশায় ধর্মযাজক ছিলেন। মা মেরি ইসাবেল। ১০ বছর বয়সে পিতৃহীন হন মার্গারেট, তাঁর দায়িত্ব নেন মাতামহ হ্যামিলটন। স্কুল জীবন শেষ করে মাত্র সতেরো বছর বয়সে মার্গারেট শিক্ষয়িত্রীর জীবনে প্রবেশ করেন। সঙ্গে পত্র পত্রিকার প্রবন্ধও লিখতেন। তাঁর উচ্চমানের রচনা পড়ে বিমুগ্ধ হলেন লন্ডনের বুদ্ধিজীবী মহল। তিনি মনে প্রাণে ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু প্রথাগত ধর্মাচরণ ও জীবন তাঁকে মানসিক শক্তি দিতে পারে নি। ১৮৯৫ সন্ধ্যায়

লন্ডনের এক অভিজাত পরিবারের বাসগৃহে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শন ব্যাখ্যা করছিলেন। স্বামীজীর ধর্মব্যাখ্যা ও তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করে ফেলল। স্বামীজীও মার্গারেটকে দেখে বুঝলেন যে, সেবা ধর্মে নিবেদিত প্রাণ এই বিদেশিনী মেয়েটিই ভারতের নারীদের শিক্ষা উন্মেষের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম। এই মহান কর্মে যোগ্য নারী এতদিন স্বামীজী পান নি। তিনি মার্গারেটকে বললেন— ভারতের নারীর একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন। স্বামীজীর থেকে বিপুল অনুপ্রেরণা লাভ করে স্বদেশ, স্বজন, প্রতিষ্ঠিত জীবন ছেড়ে মার্গারেট ভারতে পৌঁছলেন ১৮৯৮ এর ২৮ জানুয়ারি। ভারতে আসার পর মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দিলেন স্বামীজী। নাম দিলেন নিবেদিতা। তিনি স্বামীজীর বাক্য ধ্রবসত্য বলে মনে করতেন। তিনিও তাঁর মতো বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের কল্যাণেই জগতের কল্যাণ। তাই নিবেদিতার ভারত সেবা ছিল সমগ্র মানবজাতির সেবা। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের শোষণ পীড়নে নিবেদিতা এতটাই মর্মাহত হলেন যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কারণ ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ থাকলে রাজনীতি করা যাবে না। কিন্তু রাজনীতিতে না নামলে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতবর্ষকে পাওয়া যাবে না। নিবেদিতা বুঝেছিলেন, ভারতবাসীকে মেরুদন্ডহীন করেছে ব্রিটিশরা। ভারত স্বাধীনতা না পেলে ভারতের আধ্যাত্মিকতার পরিমন্ডল পর্যন্ত দূষিত হয়ে যাবে। ভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হল ভগিনী নিবেদিতার। বিপ্লবের প্রধান হোতা অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ঘটল। আর গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হল জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে। নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র বসুকে জাতীয় সম্পদ বলে মনে করতেন। তাঁকে সন্তানবৎ দেখতেন। ডাকতেন 'খোকা' বলে। নিবেদিতা মাত্র ৪৪ বছর বয়সে দার্জিলিঙে প্রয়াত হন। ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর। এত কম বয়সে তিনি বহু ধরনের কাজ করে গেছেন। লিখেছেন বহু গ্রন্থ। মূল্যবান নিবন্ধ। নিবেদিতা তাঁর জীবনের 'সেরাদিন' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন ১৭ মার্চ, ১৮৯৮–এর দিনটিকে। ওই দিন তিনি প্রথম এক মহীয়সী নারীর দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি শ্রীশ্রী মা সারদা। মা সামাজিক বিধিনিষেধের 'লক্ষ্মণরেখা' ভেঙে নিবেদিতাকে কন্যারূপে গ্রহণ করলেন। ডাকলেন 'খুকি' বলে। নিবেদিতার সেদিন মনে হল, মা যখন কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন তখন সত্যিই তিনি সেদিন থেকে ভারতীয় সমাজের 'একজন' হয়ে গেলেন। নিবেদিতা যখন সত্যিই নিবেদিতা হয়ে ওঠেননি, যখন তাঁর স্বদেশ ইংল্যান্ড সম্পর্কে গভীর মমত্ববোধ অতিরিক্ত মাত্রায় বিদ্যমান, তখন

স্বামীজীকে বললেন, লন্ডন শহরকে সুন্দর করে তোলা প্রয়োজন। স্বামীজী তীব্রস্বরে উত্তর দিলেন, 'আর তোমরা অন্য শহরগুলোকে শ্মশান করে তোলো'। মার্গারেট আহত হন। পরে ভারতে থাকতে থাকতে বুঝলেন, কেন স্বামীজী তাঁকে ওই কঠোর কথা বলেছিলেন। জাতীয়তা বিষয়ে নিবেদিতার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'ওয়েভ অফ ইন্ডিয়ান লাইফ' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বইটি নিবেদিতা লিখলেও মনে করতেন যে, ওটা স্বামীজীর লেখা। কারণ ভারতের যে রূপ স্বামীজী নিবেদিতার চোখে উদ্ভাসিত করেছিলেন, তিনি শুধু তাই বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। ভগিনী নিবেদিতার ধর্মসত্তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর জাতীয়তাবোধ অর্থাৎ ভারতপ্রেম।

তাঁর কথায় স্বদেশপ্রীতি হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত না হলে আন্তর্জাতিকতাবাদ অর্থহীন। নিজের সংস্কৃতি আদর্শকে গর্বের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে না শিখলে অপর জাতির মহত্ব ও আদর্শের মর্মোদ্ধার সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে অপর জাতির অনুকরণ চরিত্রকে নিকৃষ্ট করে ফেলে। ভগিনী নিবেদিতা শুধু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা ধর্মবিশ্বাসের সীমাবদ্ধ গণ্ডি উত্তীর্ণ হয়ে অসীম মানবতাবাদের আদর্শে উপনীত হয়ে সর্বকালের বরণীয়াদের মাঝখানে নিজের স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

প্রথম প্রকাশ : শারদীয়া আলিপুর বার্তা, ১৪১০

মাটি ও মানুষ

সুন্দরবনের সোনা ফলানো মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাটির বাড়ির উঠোনে বসে ঋতা কামিলা যখন সমবায় চাষ, জৈব খাবার বা বায়োগ্যাস নিয়ে কথা বলেন তখন তার চোখে মুখে আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি ফুটে ওঠে। বোঝা যায় মুখস্থ বিদ্যা নয়, এ তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। ঋতার ঠিকানা রামোহান গ্রাম। থানা পাথরপ্রতিমা। এক কথায়, সুন্দরবন। ঋতার পরিচয়, তিনি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক। পাঁচ বছর ধরে সাড়ে চার বিঘে জমিতে সোনা ফলাচ্ছেন। পাশাপাশি চলছে

মুরগি ও মাছ চাষ এবং গবাদি পশুপালন।

সমবায় চাষ যে শুধু চাষাবাদের চিরাচরিত ধারণাটাই পাল্টেছে তাই নয়, খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জীবনজীবিকার

নতুন-নতুন ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেছে। সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে এখনও ঋতার হাড় হিম হয়ে যায় যখন তিনি মূলত ধান চাষ করতেন। সঙ্গে সামান্য কিছু শাকসবজি। প্রায় প্রত্যেক বছর গোবাড়িয়া নদীর বন্যায় নষ্ট হতো ফসল। যা শাকসবজি হোত তাতে চারজনের সংসার চলত না। ঋতার স্বামী দেবাশিস বাধ্য হয়ে ভ্যানরিকশা চালাতেন।

২০০৮ সালে ঋতা ১২ সদস্যের সেলফ হেলপ গ্রুপ শান্তি মহিলা দলে যোগ দিলেন। এখানেই মিলল সমবায় চাষের প্রশিক্ষণ। এরিয়া রিসোর্স ট্রেনিং সেন্টারের দেওয়া এই প্রশিক্ষণ আসলে ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সারভিস সেন্টারের কর্মসূচির অঙ্গ। ঋতা বলেন, 'সেই প্রথম আমি সমবায়চাষের বিভিন্ন দিকের কথা জানতে পারলাম। জমি প্রক্রিয়াকরণের কথাও আগে কখনও শুনিনি। তবে এ ব্যাপারে আমি গোড়ায় একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। ভয় হোত, যদি জমির কোনও ক্ষতি হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণের পর আমার সব দ্বিধা কেটে গেল। ভাবলাম একটা চান্স নিয়ে দেখিই না!'

ঋতার জমিতে দুটি পুকুর আছে। সরু খালের সাহায্যে পুকুরদুটি জুড়ে সেই খালের জলে জমিতে সেচের ব্যবস্থা। বন্যার সময় খালটি নিকাশির কাজও করে। উপরন্তু বন্যার জলবাহিত পলিমাটি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। পুকুরের পাশেই মুরগি রাখার জায়গা। মুরগির মল মিশে যাচ্ছে মাটিতে, পুকুরের জলে। ঋতা বলেন, 'এতে মাছেরা খুব দ্রুত বাড়ে। ট্রেনিং-এ আমাদের শেখানো হয়েছিল যে কোনও রাসায়নিক সারের থেকে গোবরসার চাষের পক্ষে বেশি উপকারী। আমার দুটো গরু। তারা যা গোবর দেয় তাতে আমার সার হয়।'

এখন ঋতা বছরে দুবার ধান চাষ করেন। শাকসবজি অন্তত তিনবার। ঋতা বলেন, 'এখন আমাদের বাড়িতে বাজারের কিছু ঢোকে না। চাল, শাকসবজি মাছ ডিম মাংস (মুরগি) দুধ সবই বাড়ির। সংসার চালাবার পরেও বোরো ধান বিক্রি করে বারো থেকে চোদ্দ হাজার টাকা আয় হয়। শাকসবজি বিক্রি করেও কিছু আসে।'

সমবায় চাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার উদাহরণ ঋতা অবশ্য একা নন। ৩৭ বছরের গৌরী মন্ডল আরেকজন। তার পালিত হাঁস-মুরগির সংখ্যা ৪০টি। রয়েছে তিনটি গোরু এবং চার বিঘা জমি জুড়ে সমবায় চাষের ফার্ম। তিনি বলেন, 'দুধ আর ডিম বিক্রি করে আমার রোজগার ভালোই। আমার স্বামী বাইরে থাকে। কিন্তু আমি যা রোজগার করি তাতে আমার কোনও অসুবিধা হয় না।'

কিছুদিন আগেও একটা ধারণা ছিল সুন্দরবন মানেই অভাব। আধুনিক সভ্যতা থেকে অনেকখানি পিছিয়ে পড়া অসহায় মানুষের মুখ।

কিন্তু এখনকার সুন্দরবন সেরকম নয়। ঋতা-গৌরীদের শক্ত হাত সুন্দরবনের লবণাক্ত জমিতে লাবণ্য এসে দিয়েছে।

ডায়াবেটিস সারাতে সামুদ্রিক শ্যাওলা

রিম্পি ঘোষ : ডায়াবেটিস রুগীদের জন্য সুখবর নিয়ে এল সামুদ্রিক শ্যাওলা। এতদিন ডায়াবেটিসের রুগীদের মিষ্টি জাতীয় খাবারে বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু এখন তাদের ভাবনার দিন শেষ। যাবতীয় দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে তাদের জন্য সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে কেক ও কুকিজ প্রস্তুত করা

হচ্ছে। সাধারণ চোখে দেখলে মনে হবে বাজারে আর পাঁচটি কেকের সাথে এই বিশেষ ধরনের কেকের কোনও ফারাক নেই। কিন্তু সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে প্রস্তুত এই কেকের খাদ্যগুণ অন্যান্য কেকের থেকে অনেক বেশি। ''অ্যালগি'' শব্দের বাংলায় অর্থ হল ''শৈবাল'' বা ''শ্যাওলা।'' সাধারনত শৈবাল বা শ্যাওলা বলতে আমরা জলজ উদ্ভিদকে বোঝায়। পুকুর পাড়ে অথবা উঠানের কলতলায় যেখানে দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকে সেখানে এই শ্যাওলা পড়তে দেখা যায়। এতদিন পর্যন্ত এই জলজ উদ্ভিদ শুধু মাছেদের বা জলজ প্রাণীদের খাদ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই শ্যাওলা থেকে খাদ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে যা মানুষের শরীরের পক্ষে উপকারী।

কোন্নগর পুরসভার ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন সমুদ্র বিজ্ঞানী ডঃ অভিজিৎ মিত্র। কলকাতার টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় শ্যাওলা থেকে কেক ও কুকিজ প্রস্তুত করা হচ্ছে। ডঃ অভিজিৎ মিত্র ছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার প্রসেনজিৎ প্রামাণিক, আরেক রিসার্চ স্কলার ডঃ পাভেল বিশ্বাস, ডঃ সুফিয়াজামান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ডঃ দেবব্রত রায় ও ডঃ লক্ষ্মীশ্রী রায়ের তত্ত্বাবধানে সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে এই কেক ও কুকিজ তৈরির কাজ চলছে। সামুদ্রিক শ্যাওলা দিয়ে তৈরি হয় বলে এই কেকের রং সবুজ।

শ্যাঁওলার মধ্যে প্রচুর আয়োডিন থাকায় এই কেকও আয়োডিন ও প্রোটিন সমৃদ্ধ। অন্যান্য কেকের থেকে এর প্রকৃতিও আলাদা। সামুদ্রিক উদ্ভিদ তাই এই কেকের মধ্যে আর্দ্রতার ভাব বেশি, খানিকটা মুচমুচেও। শ্যাওলা ছাড়াও ডিম ব্যবহার করা হয় কেক তৈরিতে। কেকের পাশাপাশি ডায়াবেটিক রুগীদের জন্য কুকিজও বানানো হয়। কুকিজ তেরির উপাদানের মধ্যে ময়দা, চিনি, মাখন ছাড়া শ্যাওলাও ব্যবহার করা হয়। সাধারণ কেকের তুলনায় এই শ্যাওলা থেকে তৈরি কেক ও কুকিজের দাম বাজার থেকে অনেক কম দামে ক্রেতারা কিনতে পারবে। তাই পরীক্ষা – নিরীক্ষা করে পরবর্তীকালে এই কেক ও কুকিজ বাজারে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে বলে অভিজিৎবাবু জানান।

অক্ষয় তৃতীয়ায় ২৫০ বছরের রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর তেলেনী পাড়া বাবুর বাজারের সু-প্রাচীন বিখ্যাত অন্নপূর্ণা মন্দির অবস্থিত। বসন্ত শেষে তীব্র দাবদাহে বৈশাখ মাসে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে অন্নপূর্ণা মন্দিরে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের নির্দিষ্ট আষাঢ় মাসের পুণ্য শুক্ল পক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তেলিনীপাড়ায় ওই নির্দিষ্ট অক্ষয় তৃতীয়ার ওই দিনই মহাধূমধামের সাথে প্রতি বছরই এই রথযাত্রা হয়। এই প্রাচীন অন্নপূর্ণা মন্দিরটি তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের পুত্র প্রয়াত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলা ১২০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুমানিক প্রায় ২৫০ বছরের পুরনো অন্নপূর্ণা মন্দিরের রথযাত্রা। এর একটা ইতিহাস রয়েছে উল্লেখ্য, মন্দিরটি তৈরি হয়েছে রথের আদলে চূড়ো বিশিষ্ট নির্মিত । এই রথাযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি থাকে না। তার পরিবর্তে অষ্টধাতুর লক্ষ্মী ও শিব অন্নপূর্ণা মূর্তি থাকে। রথের উচ্চতা ২০-২২ ফুট। মন্দিরের পাশেই রথ থাকার ব্যবস্থা আছে। সকালের দিকে এক মাইলের মতো রাস্তা ভিক্টোরিয়া জুট মিলের কাছে গড়ের ঘাটে রথ নিয়ে যাওয়া হয়। আবার বিকালের দিকে সোজা চলে আসে অন্নপূর্ণা মন্দিরে। এই রথযাত্রা একই দিনের সোজা ও উল্টো রথ রশিতে টান হয়। এই মন্দিরে প্রায় ২০ জনের শরিকি পরিবার আছেন। তাছাড়া ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পুজো পার্বন সারা হয়। এবারে অক্ষয় তৃতীয়ার রথযাত্রা পালার দায়িত্বে রয়েছেন প্রিয়তমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার। কিন্তু ওনার বংশধরদের কোনও কারণে অংশগ্রহণ না করার দরুন মন্দির কমিটিও ট্রাস্টি বোর্ড পুজো পার্বনে দায়িত্বে থাকবেন। স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার পদে কর্মরত হরি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বংশধরদের মন্দিরে পালা পড়ে ৬ বছর, ১৮ বছর অন্তর। তাদেরই বংশধররা আজও সেই প্রথায় নিয়ম কানুন মেনে চলে আসছেন।

ভদ্রেশ্বর

প্রসঙ্গত, বন্দ্যোপাধ্যায়দের জমিদার উপাধি ব্রিটিশ সরকারের আমল থেকে। এই উপাধি সেই সময় সরকারী স্বীকৃতি পান কলকাতার সুবর্ণবণিক রায়চৌধুরী, ঘোষ দস্তিদাররা। অন্যদিকে এদের বংশধর অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সারা দেশের মধ্যে একমাত্র এখানে এবং উত্তর প্রদেশের বেনারস কাশী তে অক্ষয় তৃতীয়াতে রথ টানা অনুষ্ঠিত হয়। আর কোথাও এই অক্ষয় তৃতীয়াতে রথটানা অনুষ্ঠিত হয় না। এই রথযাত্রা উপলক্ষে মানুষের ভিড়ে মহামিলনের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই মন্দিরে তিনটি শিবলিঙ্গ আছে। অন্যদিকে অলোকবাবুর জন্য শ্রীজনি চট্টোপাধ্যায়, যিনি সদ্য এম এ পাশ করেছেন। জমিদার বংশের বংশধররা সমবেত ভাবে ছড়া ও সংকীর্তন গান গাইতে থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি জড়িত বহু জনপদ বাংলা সহ সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে। তেলিনীপাড়ায় কবিগুরু পদাপর্ণের সময় জমিদার পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুমধুর সম্পর্ক শুধুমাত্র তেলিনীপাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই সম্পর্ক বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল।

কৃষি ক্ষেত্রের খুটিনাটি

নিম কোটেড ইউরিয়া ব্যবহার করুন বেশি লাভ ঘরে তুলুন

- রোয়া জমিতে ইউরিয়া সার ব্যবহার করলে ৬০-৬৫% অপচয় হয়
- অপচয় কৃত সারের অধিকাংশ নাইট্রেট রূপে জলের সাথে গুলে চুঁইয়ে নষ্ট হয়।
- ইউরিয়া সারের কার্যকারিতা বাড়াতে ১% নিমখোল মিশ্রিত ইউরিয়া বা ০.২৫% নিমতেল মিশ্রিত ইউরিয়া ব্যবহার করা ভাল।
- নিমখোল মিশ্রিত ইউরিয়া তৈরির জন্য ১০০ কেজি ইউরিয়াতে ৩০ কেজি নিমখোল, ৩ কেজি আলকাতরা ও ৬ লিটার কেরোসিন লাগে। ৩ কেজি আলকাতরা ও ৬ লিটার কেরোসিনের হালকা গরম সমসত্ত্ব মিশ্রণ ১০০ কেজি ইউরিয়ার উপর ঢালতে হবে। তারপর ৩০ কেজি গুঁড়া নিম খোল ভালোভাবে মিশিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে ব্যবহার করতে হবে।
- নাইট্রোজেন সারের অপচয় কমিয়ে লাভজনক ফসল চাষে ১০০% নিমকোটেড ইউরিয়া সার ব্যবহার করুন।
- ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ভারত সরকারের নির্দেশে দেশে তৈরি ইউরিয়া বা বিদেশ থেকে আমদানি করা সমস্ত ইউরিয়া নিমকোটেড হওয়া বাধ্যতামূলক।

মহাজনী ঋণের ফাঁদে আর নয় কে.সি.সি-র মাধ্যমে ভয়কে করুন জয়।

বসুন্ধরা উবাচ...

- কৃষক মিত্র হলো কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বা কে.সি.সি।
- কে.সি.সি-র মাধ্যমে সহজে, স্বচ্ছতার সঙ্গে, স্বল্প সুদে এবং কম সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া যায় কৃষিঋণ।
- এই ঋণ গ্রহণ করুন সময়ে ঋণ শোধ করুন। ৭ শতাংশের বদলে ৪ শতাংশ হারে সুদের সুযোগ নিন। আপনার অ্যাকাউন্টকে সচল রাখুন।
- পুরানো কে.সি.সি-র পুনর্নবীকরণ করুন। পুনরায় নিন অধিকতর ঋণের সুযোগ।
- চড়া সুদ নয়, সহজ ঋণে কে.সি.সি আপনাকে শক্তিশালী করবে।
- সুতরাং সময়ে ঋণ শোধ করে নিজের আর্থিক ক্ষমতা মজবুত করুন।
- আপনার স্বার্থ কে.সি.সি দ্বারা সুরক্ষিত কারণ এর মাধ্যমে আপনি ফসল বিমার আওতায় আসতে পারবেন।
- ফসল বিমার প্রিমিয়ামের টাকা দিয়ে দেবে রাজ্য সরকার।
- সুতরাং অবিলম্বে সুযোগ নিন, আয় বাড়ান, ফলসকে রাখু ঝুঁকিবিহীন সুরক্ষিত।
- বাড়িয়ে তুলুন আর্থিক স্বাবলম্বন।

যোগাযোগ করুন :
ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তার অফিসে
এলাকার কৃষি প্রযুক্তি সহায়কের সঙ্গে
এলাকার ব্যাঙ্ক মিত্র/ব্যাঙ্ক প্রতিনিধির সঙ্গে

মাঙ্গলিকী

গ্যালারি থেকে সুমিত দাশগুপ্ত

প্রশান্ত বসুর চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী

সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সেন্ট্রাল গ্যালারিতে ভাস্কর প্রশান্ত বসুর অষ্টম একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রশান্ত বসু ১৯৮৬ সালে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে ভাস্কর্য নিয়ে স্নাতক হন এবং ওই বছরেই ভাস্কর্যের জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান লাভ করেন। ১৯৯০ সালে তিনি ক্ষুদিরাম বসুর ভাস্কর্য রচনা করেন। তিনি বেশ কিছু বছর কলকাতার ললিতকলা কেন্দ্রে ভাস্কর্যের কাজ করেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত।

এর আগে দেশের নানা প্রান্তে তিনি তার কাজ নিয়ে প্রদর্শনী করেছেন। তার ভাস্কর্যে তিনি মাধ্যম হিসেবে মূলত কাঠকেই বেছে নিয়েছেন তবে বেশ কয়েকটি ধাতুর কাজও প্রদর্শনীতে দেখা গেল। তার অধিকাংশ কাজই ফিগারেটিভ। এই ফিগারকে তিনি নানা ছন্দের মাধ্যমে ভাস্কর্যে প্রকাশ করেছেন। তার রচিত ভাস্কর্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যগুলি হল অ্যালুমিনিয়ামে করা গণপতি, ব্রোঞ্জে করা ক্রাই অব পেভমেন্ট এবং ব্রোঞ্জে করা মা। ভাস্কর্যের সঙ্গে তিনি বেশ কিছু চিত্রও রচনা করেছেন। ছবির ক্ষেত্রে তিনি দুরকম বিষয় অবলম্বনে কাজ করেছেন। কিছু তিনি লাইফ স্টাডি নির্ভর ছবি এঁকেছেন আর বেশ কিছু ল্যান্ডস্কেপ করেছেন। তার ছবির মধ্যে স্প্যাচুলার ব্যবহারে করা ল্যান্ডস্কেপগুলি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

দি ফ্রেম এর চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী

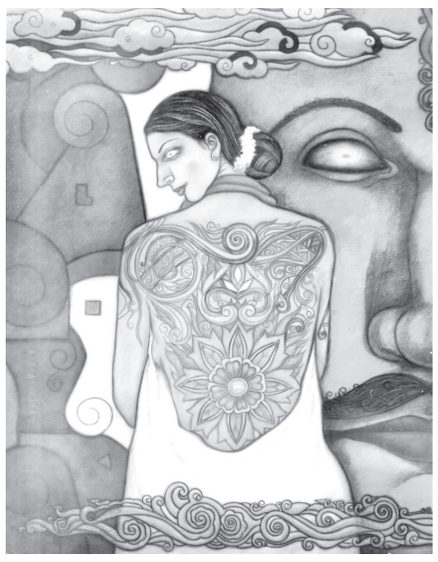

বিশ্বজিৎ সাহা

সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের ওয়েস্ট এবং নর্থ গ্যালারি জুড়ে 'দি ফ্রেম' দলের পঁচিশতম চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। 'দি ফ্রেম' বিগত পঁচিশ বছর ধরে চিত্রকলার জগতে যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের অ্যাডভাইজারি বোর্ডে বিশিষ্ট চিত্রী গণেশ হালুই এবং কলা সমালোচক প্রশান্ত দাঁর মত ব্যক্তিত্বরা রয়েছেন। দুটি গ্যালারির দেওয়াল জুড়ে আটজন চিত্রী ও একজন ভাস্করের সৃজন সমৃদ্ধ ছবির এক অসামান্য সমারোহ দেখা গেল। প্রত্যেকের ছবিতেই রঙের প্রয়োগ এবং বিষয় ভাবনার নিজস্ব প্রতিফলন দেখা গেল। অরুণাংশু রায়ের ছবিতে সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে এক সুন্দর ডেকরেটিভ কাজের পরিচয় পাওয়া গেল। বিভূতি চক্রবর্তী হাতপাখা নিয়ে এক সৃষ্টিধর্মী ছবি করেছেন। দেবাশিস সামন্তের ছবিতেও বিষয় ভাবনার বৈচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বজিত সাহার ছবিতে তার নিজস্ব ভাবনাকে তিনি রঙের যথোপযুক্ত প্রয়োগের ফলে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন। রবীন রায়ের সৃষ্টিতেও ভাবনার গভীরতা রয়েছে। সুমিতাভ পাল ফাইবারে ইনসটলেশন ধর্মী কাজ করেছেন। সন্ধ্যাকর কয়াল এর ছবিতে ও রেখার থেকে বক্তব্যই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। প্রাণ গোপাল পাল এর ছবিতে সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সৌমিত্র কর এর টেম্পেরার ছবিতে এক অন্য ঘরানার দেখা মেলে।

সিমা আর্ট ফেস্টিভ্যাল

দীপঙ্কর চৌধুরী

সম্প্রতি কলকাতার পাঁচটি জায়গায় সম্মিলিতভাবে ২০১৭ সালের সিমা গ্যালারি তাদের আর্ট ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছিল। সিমা গ্যালারি, জেম সিনেমা, ৩ নম্বর ডোভার পার্ক, স্টুডিও ২১ এবং আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস এই জায়গাগুলিতে দুশজনের বেশি শিল্পীদের শিল্প কর্মের এক বিশাল আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেখানে বর্তমান আধুনিক শিল্পকলার সবরকমে নিত্যনতুন মাধ্যমের কাজ দেখার সুযোগ ঘটেছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নবীন শিল্পীরা তাদের কাজের নমুনা এখানে প্রদর্শন করেছিলেন। প্রদর্শনীতে যারা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তারা হলেন দেবাশিস বেরা তিনি মিশ্র মাধ্যমে 'রাউন্ড টেবিল' নামে একটি সুন্দর ভাস্কর্য রচনা করেছেন। চন্দন ভান্ডারীর করা মিশ্র মাধ্যম ভাস্কর্য 'লাস্ট ইয়ার্স' কাজটিও ভাল লাগে। কৌশিক বিশ্বাসের আঁকা ছবিটি প্রশংসার দাবি রাখে। শুভব্রত বসুর 'ফ্রিডম' ছবিটি ভাল কাজ। মিঠুন দাশগুপ্তের 'দি ফরস্টন রেড সাইকেল' ছবিটি দর্শককে আনন্দ দেয়। জ্যোর্তিময় দের সূচিশিল্পের কাজটি উৎকৃষ্ট কাজ। শুভাম্বিতা সাহার মিশ্র মাধ্যমে করা 'পিয়েতা' ভাস্কর্যটি মনকে নাড়া দেয়। দীপঙ্কর চৌধুরীর সিল্কের ওপর জলরঙে করা 'ক্রশিং দি লাইন' ছবিটি ভারতীয় শৈলীর এক অনবদ্য কাজ। দীপঙ্করের ছবিতে ভাবনার এক সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। শর্মিষ্ঠা মাইতির জলরঙে করা 'মায়ের ছায়া' ছবিটি প্রশংসনীয় কাজ।

কেন্দুয়া শান্তি সংঘের 'এপ্রিল ফুল'সরিয়ে উজ্জ্বল সাহিত্য বাসর

নিজস্ব প্রতিবেদন : 'এপ্রিল ফুল' দিবসে জমে গেলো কেন্দুয়া শান্তি সংঘের সাহিত্য বাসর— 'এপ্রিল ফুলকে'কে সরিয়ে দিয়ে সকলকে মনে করিয়ে দিল আসছে বৈশাখ, 'আজি নববর্ষ জাগ্রত দ্বারে'

সাহিত্য বাসরের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শান্তি সংঘেরই সভাপতি, সর্বজন শ্রদ্ধেয় বরিষ্ঠ কবি আলোক মুখোপাধ্যায়। তাঁর সাথে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন দুই বরিষ্ঠ কবি শঙ্কর ব্রহ্ম ও সুনীল গুহ। অনুষ্ঠানের যথাযথ সঞ্চালনায় ছিলেন স্বনামখ্যাত কবি ইলা দাস।

অনুষ্ঠানের সূচনা হল বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী গৌতম পলমলের গান দিয়ে (পদবীর মতন গায়নও ব্যতিক্রমী)। এদিন যাঁদের স্বরচিত কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন সুনীল গুহ ('গড্ডালিকা প্রবাহ'— ব্যাঙ্গাত্মক ভাব সমৃদ্ধ), গৌতম পলমন ('স্মৃতি'–স্মৃতিমেদুর রচনা), শংকর ব্রহ্ম (আসছে সুদিন'— অবক্ষয় মান সমাজেরই অনবদ্য প্রতিচ্ছবি), গৌর দাস ('চেস্টা'— কবির ভাব প্রকাশের উন্নতি ঘটছে), কানাইলাল পালোধি ('কবে আসবে সোনালি দিন'— বিশেষ ভাব সমৃদ্ধ রচনা, কবিতাটির পাঠ কবি যে 'আবৃত্তিকার' তাও সকলকে মনে করিয়ে দিল), সুবীর সরকার ('কিছু তো হবে'— দুর্দান্ত রোমান্টিক আধুনিক কবিতা, কিছুটা জটিল তো হবেই)। আলাদা ভাবে উল্লেখ করতে হয় সঞ্চালিকা কবি ইলা দাসের কয়েকটি অনু কবিতা (যেন কবিতার বিনি সুতোর মালা'— ইলা দেবী আপনি এই অনু কবিতাগুলি আলিপুর বার্তার 'মাঙ্গলিকী'র পাতার জন্যে পাঠান)। যুবা প্রতিভা কবি স্বরূপ চক্রবর্তীর 'জীবন বেদনায়' কবিতাটি প্রতিবেদককে বুঝিয়ে দিল কবি তাঁর বাঁধা ধরা কবিতার ফ্রেম, 'এ জগৎ ও পারাজগৎ' থেকে বেরিয়ে এসে অন্য ফ্রেমে তার কবিসত্তা মেলে ধরেছেন... সভাপতি শ্রদ্ধেয় বরিষ্ঠ কবি আলোক মুখার্জী এদিন পাঠ করেন দুটি স্বরচিত কবিতা 'অন্যরকম' ও 'হঠাৎ কোনও দিন'— আজকের ক্লেদ নিমজ্জিত সমাজকে ছুঁয়েই গভীর ভাব সমৃদ্ধ কবিতা— এই প্রতিবেদক লক্ষ্য করেছেন শান্তি সংঘের প্রতিটি সভায় শ্রদ্ধেয় অলোক মুখার্জী একেবারে শেষে তাঁর কবিতা পড়েন তবুও সবাই উদগ্রীব থাকেন তাঁর কবিতা শুনেই 'বাড়ি যাবো' মনোভাব নিয়ে... এদিন সঙ্গী পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় 'তিনি হলেন' শিশু সঙ্গীত শিল্পী মিতা বসু 'তিনি' সকলকে যেন নিয়ে গেলেন স্বর্গীয় নন্দনকাননে। বনানী ব্যানার্জীর রবীন্দ্র সঙ্গীত দর্শকদের মন ছোঁয়... সুবীর সরকারের রচনা ও সুর দেওয়া তাঁর সম্পূর্ণই 'সুবীর সরকারের গান', 'তোমার সাথে দেখা হল' আসরকে জমিয়ে দিল— জয়শ্রী দাসের সমাপ্তি সঙ্গীত ছিল যথাযথ। গড়িয়া নিবাসী সুপ্রতিষ্ঠিত কবি অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতার 'রিং' থেকে বেরিয়ে এসে গল্পের 'রিং'–এ প্রবেশ করে, 'রোদের রঙ' ও 'হালখাতা' দুটি অসাধারণ অনুগল্প শুনিয়ে সকল শ্রোতাকে 'নকআউট' করে দিলেন।... এছাড়াও এদিন স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন সুশীল দাস তপন মাইতি, বিজন চন্দ্র, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, বিশ্বনাথ দাস, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আসলে কবির 'ভেকধারী' জাদুকর!)। শান্তি সংঘের তরফে ছিল মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা। ছিল চা পানের ব্যবস্থা কবি সাহিত্যিকরা আর কি চান?

সংযোজন : প্রতি বারের মতন এদিনও বিভিন্ন জনের বিবিধ পাঠের পঠনমূলক সমালোচনা করেন বিভিন্ন জন যা এই সাহিত্যসভার এক বিশেষ দিক। তবে কিছু কিছু রূঢ় সমালোচনা ঘটে যা বাদ দিতে হবে। উদাহরণ (ক) কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদারের কবিতা 'এলো বসন্ত'র 'পঠনমূলক' (?) সমালোচনা করতে গিয়ে সুকবি শংকর ব্রহ্ম বললেন 'বুদ্ধদেব নাগ মজুমদারের কবিতাটি ভালো, তবে একবার শুনতেই ভালো লাগে... কবি বিশ্বনাথ দাস পড়লেন তাঁর কবিতা 'আরাম'। বরিষ্ঠ কবি সুনীল গুহ হেডমাস্টার সুলভ মনোভাব নিয়ে কবিকে ডেকে বললেন, 'আপনি আর একবার সামনে এসে আপনার কবিতাটির ব্যাখ্যা দিন তো'— কবিও এগিয়ে এসে বাধ্য ছাত্রের মতন তাঁর কবিতাটির পংক্তি ধরে ধরে ব্যাখ্যা দিলেন ('দেখোরে, আহা গুরু ও শিষ্যের কি 'বাহার'!...)

সভার প্রগ্রেস রিপোর্ট : কেন্দুয়া শান্তি সংঘের মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতির সভার 'উজ্জ্বল কলতান রুধিবে কে?' অভিবাদক শান্তি সংঘের শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়কে, সেই সাথে অভিনন্দন সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা রঞ্জিতা চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক দক্ষ যুবা সংগঠক অভিজিৎ ঘোষকে— বলতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল ঋতা বসুর শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও গান ভালই লাগল।

আরও : ২০১৭–তে শান্তি সংঘের 'বইমেলা' চাই–ই চাই। 'আলিপুর বার্তা' থাকবে 'মিডিয়া পার্টনার'...

বজবজ পত্রিকার বর্ষবরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ–আমাদের বজবজ পত্রিকার উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ বরণ–এর এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শনিবার সন্ধ্যায় বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে আমাদের বজবজ পত্রিকা আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন আঞ্চলিক গবেষক গণেশ ঘোষ।

এদিন বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে বর্ষবরণ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, সাহিত্যিক বিমল পন্ডিত, কবি রাজেশ গড়, ছড়াকার সৌমেন বোধক, সঙ্গীত শিল্পী সুপান্থ বসু, গোবর্ধন অধিকারী, অভিনেত্রী কাকলী ঘোষ, শিক্ষিকা অরুণা বেগম সহ এক ঝাঁক তরুণ প্রজন্মের কবি সাহিত্যিকরা।

এদিন মূলত বাংলা ভাষা তথা নববর্ষকে জাগ্রত করার এক বিশেষ প্রয়াস ব্রতী হয়ে বাঙালির ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে অন্যান্য বছরের ন্যায় দুটি বাংলা বই প্রকাশ হয় । আমাদের বজবজ পত্রিকার উদ্যোগে তরুণ প্রজন্মের লেখক সন্দীপ মন্ডলের উৎসর্গ উপন্যাসটি প্রকাশ করেন বিধায়ক অশোক দেব এবং আমাদের বজবজ পত্রিকার বাংলা নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ করেন বজবজ এর উপপুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত । আমাদের বজবজপত্রিকার সম্পাদক দেবাশিস ঘোষ জানান বাংলা নববর্ষে বাংলা বই প্রকাশ মুলত আমাদের অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ। বিগত ১৪১০ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে এমনই চলে আসছে'। উপন্যাস ও নববর্ষ সংখ্যার প্রচ্ছদ দুটি অঙ্কন করেছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক অভীক জানা।

শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত নববর্ষবরণ উসব অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন আমাদের বজবজ' পত্রিকার সম্পাদক দেবাশিস ঘোষ।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

অগ্নিকোণ

(সম্পাদক – সীমা গুপ্ত, ফেব্রুয়ারী ২০১৭) – পত্রিকাটির চৌদ্দ বছর চলছে। ভাষা শহীদ দিবসের কথা স্মরণ রেখে প্রচ্ছদে ঢাকার শহীদ মিনার ও বঙ্গবন্ধুর স্কেচ দারুণ ভাবে সময়োচিত হয়েছে। বাংলাদেশের লেখক মুনতাসীর মামুনের লেখা নিবন্ধ–টি (ভাষা শহীদ মিনার) মূল্যবান দলিল সীমা গুপ্তের নিবন্ধটি কিন্তু সমস্যার প্রকৃত বিশ্লেষণ না করে কেবল পুঁজিবাদ ওরফে আমেরিকাকে নিন্দেমন্দ করেই কর্তব্য সেরেছেন। অর্থনীতির কূটকচালির মধ্যে সাধারণ মানুষ চট করে ঢুকতে চান না বা পারেন না, ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্লোগানধর্মী পথ অবলম্বন করে থাকেন। সংস্কৃতির সংক্রমণ ঠেকানোর কোনটি প্রকৃত পথ, সেটা কিন্তু অনির্দেশ থেকে গেল। গল্পগুলির মধ্যে মণিকা গুপ্তের গল্পটি (তৃতীয় প্রজন্ম) বলিষ্ঠ, বাকী গল্পগুলিকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। কবিতা বিভাগে সুবিমল জানা, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত সরকার, শান্তনু মিত্র, পাপিয়া দে (দাস) উজ্জ্বল। যেটা উদ্বেগের, তা হল এলোমেলো, অসংলগ্ন কিছু লাইন কে কবিতার তকমা দেওয়ার প্রবণতা দিব্যি সম্পাদকের প্রশ্রয় পাচ্ছে! এভাবে কি বাংলা কবিতা এক পা–ও এগোবে না এগোচ্ছে! (পত্রিকার ঠিকানা – ২/৫৬সি, নেতাজীনগর, কলকাতা–৭০০ ০৯২ / 9143480058)।

কেমন আছি বা কেন আছি

(রণধীর কুমার দে–র কাব্য গ্রন্থ / প্রকাশক – পত্রলেখা, কলকাতা–৯ / মূল্য ১০০ টাকা) – ষাট–টির বেশী কবিতা সংকলিত হয়েছে এই কবিতার বই–টিতে। কবির রচনা–ভঙ্গীতে চেষ্টিত ধোঁয়াসা নেই। মনের অনুভূতিগুলিকে সোজাসুজি অক্ষরে বেঁধেছেন। শূন্য, চেতনা, একটাও মানুষের মুখ নয়, রক্ত, দিনান্ত, শামুক, নির্বাণ ও আরও অনেক কবিতা মনে দাগ কাটবে। তবে সংকলনের কবিতাগুলি বিভিন্ন বিষয়ে বিচরণ করেছে, কিছু কিছু কবিতা (প্রেসিডেন্সীতে ছাত্র আন্দোলন, অরাজকতা, ভয় ইত্যাদি) বাকী কবিতাগুলির দ্বারা নির্মিত পাঠ–পরিবেশে কিছুটা বুঝি বেমানান। নজরুল, নববর্ষ কবিতা দুটি আরও সংক্ষিপ্ত হলে বোধহয় জোরদার হত। গ্রন্থটির সেরা কবিতা সম্ভবতঃ সারাজীবন অনুসন্ধান। কবির জীবন–দর্শন চমতকার ভাবে ধরা দিয়েছে ওই কবিতায় । বইটির ছাপা ও প্রচ্ছদ চমতকার।

কাঠঠোকরার ঘরবাড়ি

(রতন সেনগুপ্তের কবিতার বই / প্রকাশক – আলাঘর প্রকাশন, কলকাতা–৯ / দাম ১২০ টাঃ) – কবির বলিষ্ঠ কলমে ঝকঝকে ধারালো কবিতা বেরিয়েছে একের পর এক। সেখানে কবি স্পষ্টবাক্, সোজাসুজি কথা বলেন। ভালোবাসার মেদুর স্পর্শ লেগে রয়েছে বেশ কিছু কবিতায়।

শাড়িটা ঘুরিয়ে পরো, ভালোবাসার গল্পটা বলো, ভালোবাসি বলে, অভিসার, তুই প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কবির মমতার পরশ। সমাজের অবক্ষয়ে কবির নির্মম স্পষ্টোক্তি – মুণ্ডহীন ধড় নাচে রাষ্ট্র–বুক জুড়ে, কে ফোটাবে ফুল (ক্ষরণ ২), ভয়ের কিছু নেই, ভয় শুধু দাঁড়াবার মুখোমুখি (মুখোমুখি), এই তো সময় / যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা সারাবেলা / শরীর চুইয়ে নামে / বিক্রী হবে লক্ষ–কোটির যুদ্ধ বিমান (বাজিমাত), কেউ জানে না কখন স্বাক্ষরিত হয় মউ / শুধু উতখাত জানে নোটিশ লটকালে (লাইনে দাঁড়াবো আবার) এমন বহু কবিতায়। সেখানে পেলবতার জায়গা নিয়েছে তীব্র শ্লেষ ও ক্ষোভ। সব মিলিয়ে আশি–টির অধিক কবিতায় সমৃদ্ধ গ্রন্থটি কবির সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। ছাপা ও বাঁধাই চমতকার।

বন্ধু এক আশা–র বার্ষিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাত বাড়ালেই বন্ধুর বন্ধুত্ব দেখতে দেখতে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হল। পাঁচ বছর ধরে অল্প অল্প করে এখন বিস্তরে বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন লোকের হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলেছে 'বন্ধু এক আশা'। সমাজসেবা মূলক কাজ শুধু এদের লক্ষ্য নয়। এদের লক্ষ্য সমাজ গঠন। সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের সমাজে অবহেলিত মানুষদের কিভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু হয় এই সংস্থা। এখন লোকের মুখে মুখে এদের নাম অর্থাৎ এরা সফলের দিকে। আর্ট ফেস্টিভ্যাল, কলকাতাকে সবুজ করা, রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিরোনামে উঠে এসেছে এই সংস্থার নাম। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিএসএফের সঙ্গে যৌথভাবে কাশ্মীরের বাচ্চাদের কলকাতা ঘুরিয়ে দেখানো একটি অনবদ্য অবদান। এবং বছর বছর তারা এটা করতে চায়। এছাড়াও রয়েছে সুন্দরবন প্রজেক্ট অর্থাৎ সুন্দরবনের বাচ্চাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়ে তাঁরা তাদের স্বনির্ভর করে তোলাটাই এদের উদ্দেশ্য। বর্তমান সভাপতি প্রীতম সরকার বলেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। পড়াশুনো করতে খুবই কষ্ট শিশুদের তাই তাদের ইচ্ছা সেই সব ঘর গুলিতে আলো পৌঁছে দেবে। ইচ্ছা সফল হোক এটাই আমাদের কাম্য।

আনন্দদান উৎসব আরেকটি নিদর্শন। প্রথমে ১০০টি বাচ্চাকে পুজোর সময় নতুন জামাকাপড় দিয়ে শুরু হয় এই উৎসব। কিন্তু গতবছর পুজোর সময় তারা ৭ হাজার শিশুকে নতুন জামাকাপড় দিয়েছেন এবারের লক্ষ্য ১৫ হাজার। সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কাজে লিপ্ত। সভাপতি বিভিন্ন পুজো সংগঠনকে ধন্যবাদ জানান ২৩ এপ্রিল দেশপ্রিয় পার্কের ডিকেএস স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তাদের এজিএম–এ তিনি বলেন পুজোর খরচা কমিয়ে যেই সব ক্লাব এবং সোসাইটি এরা এগিয়ে এসেছেন এই আনন্দদানউৎসবে শিশুদের

আনন্দ দিতে। তাদের অবদান ভোলবার নয়। এদিনের এই সভায় এদের নিজেদের লোক বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার কিছু সদস্যকে সম্মাননা প্রদান করেন মন্ত্রী। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন 'বন্ধুর' প্রধান পৃষ্ঠপোষক সুদীপ্ত রায়চৌধুরী, চেয়ারম্যান দীনেশ পোদ্দার সহ অন্যান্য বন্ধুরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রূপক বসু, চিত্রশিল্পী দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী, চিত্রশিল্পী নবকুমার পাল, সেবক সংস্থার মৈত্রেয়ী দাস, আমার সই সংগঠনের সদস্যারা ও অনেকে। সমাজের বিভিন্ন দিকে দিকপালরাও 'বন্ধু এক আশা'–র বন্ধু। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কৈলাশ সত্যার্থী, বিরজু মহারাজ, লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি, নাট্য ব্যক্তিত্ব দেবশংকর হালদার, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও আরোও অনেকে। এদিন ২০১৬–১৭–র হিসাব পেশ করা হয় সকলের মাঝে এবং ২০১৭–১৮–র বাজেটও পেশ করা হয়। এছাড়া নতুন কমিটির নামও ঘোষণা করা হয় এই দিন। কমিটিতে রয়েছেন চেয়ারম্যান : দীনেশ পোদ্দার, প্রধান পৃষ্টপোষক সুদীপ্ত রায়চৌধুরী, উপদেষ্টা : যাদব সেন, সভাপতি প্রীতম সরকার, সম্পাদক সাগরিকা চট্টোপাধ্যায়, সহ সম্পাদক (ফিনান্স) : সুভাশিস রায়। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পেরে আমরাও আনন্দিত।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান

হীরালাল চন্দ্র : গত ৮ এপ্রিল সন্ধ্যা গোপাল লাল ঠাকুর রোডের শরৎ কানন পার্কে ''বরানগর ছাত্র সম্মিলনীর'' উদ্যোগে আকর্ষণীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন স্বামী শশী শেখরানন্দ। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংসদ সৌগত র ও ডঃ গৌতম নাগ, বিধায়ক তাপস রায়, চেয়ার পার্সন অপর্ণা মৌলিক ও পুরমাতা আলপনা নাহা। মারু বেহাগ রাগে খেয়াল শুনিয়ে মুগ্ধ করেন বিপ্লব মুখোপাধ্যায়। সাথে তবলা বাজিয়ে অসংখ্য শ্রোতাদের বিশেষ মুনসীয়ানার পরিচয় দেন প্রতিভাবান তবলাবাদক সত্যজিৎ কর্মকার। হারমোনিয়াম ও সারেঙ্গী বাজান সেন ও বিজয় মিশ্র। হংসধ্বনি রাগে সন্তুর বাজান ত্রিনাথ ভট্টাচার্য। তবলায় ছিলেন মল্লার গোস্বামী, রাগেশ্রী রাগে সরোদ বাজান অর্ণব ভট্টাচার্য, তবলা বাজান হরেকৃষ্ণ হালদার। সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজান পার্বতী হালদার। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন যুগ্ম সম্পাদক কাঞ্চন দে ও তনয় দেবনাথ। সঞ্চালনা করেন তমালি।

শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

দিকপাল অভিনেত্রী কানন দেবীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আগামী ৩ এবং ৪ মে রোটারী সদনে একটি শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে। উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন চলচ্চিত্র জগতের মানুষজন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের জন্য থাকবে পুরস্কার।

ধর্মীয় সভা ও ভক্তিগীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় ''বিবেকানন্দ সোসাইটির'' (বিবেকানন্দ রোড) উদ্যোগে ও সম্পাদক প্রতাপ সাহার সুষ্ঠু পরিচালনায় ''স্বামী নির্জরানন্দ স্মারক বক্তৃতা'' (বিষয় : নারদীয় ভক্তিসূত্র) সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী বেতার শিল্পী অধ্যাপিকা ডক্টর অর্চিতা ঘোষ। সঙ্গে তবলা বাজিয়ে মোহিত করে দেন দেবাশিস মন্ডল। অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রবীর চন্দ্র ঘোষ। সভায় অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

আই লিগ জয়ের আশা ক্ষীণ

খাদের কিনারে তরী ডুবল বাগানের

অরিঞ্জয় মিত্র

শেষ পর্যন্ত তীরে এসে তরি ডুবল বাগানের। অবশ্য এক্ষেত্রে তরিটা ডুবল খাদের কিনারে।

আইজল নামক গিরিশৃঙ্খ কিছুতেই পার হতে পারল না কলকাতার সবুজ মেরুন ব্রিগেড। অথচ তার আগে মঞ্চ পুরো প্রস্তুত হয়েই ছিল বাগানের ৫ম আই লিগ জয় উদযাপন করতে। কিন্তু সব তালগোল পাকিয়ে গেল সেই পাহাড়ে এসে। মোহনবাগানের হাত থেকে গতবার আই লিগ অল্পের জন্য ফসকে গেছিল এই পাহাড়ে এসেই। এবারেও সেই এক দশা। তাও এমন একটা ম্যাচে যেখানে সামান্য একটা ড্র প্রয়োজন ছিল সবুজ-মেরুনের জন্য। তাও পারল না সঞ্জয় সেনের দল। একেবারে ম্যাচের অন্তিম লগ্নে এসে ৮৩ মিনিটে গোল দিয়ে জয় ছিনিয়ে নিল আইজল এফসি। যে দল অবনমনের আওতায় পড়ে গতবার প্রায় ছিটকে যাচ্ছিল তাদের এই স্বমহিমায় প্রত্যাবর্তন রীতিমতো সাড়া জাগানো। নিঃসন্দেহে পাহাড়ের ফুটবলকে অনেকটাই মাইলেজ প্রদান করবে আইজলের এই মোহন জয়। তবে শুধু বাগানে চাষ করলেই হবে না আই লিগটা না পেলে পাহাড়বাসীর স্বপ্ন মাটি হয়ে যাবে। আর সেই লড়াইতে আগামীকাল, রবিবার মুখোমুখি হচ্ছে আইজল এফ ও লাজং এফসি। শিলংয়ের মাঠে লাজংয়ের সঙ্গে ড্র রাখতে পারলেই আনুষ্ঠানিক জয়ের শিরোপা মাথায় পরবে আইজল। একই সময় মোহনবাগান ঘরের মাঠে খেলবে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে। চেন্নাইকে বাগান হারালেও তা বৃথা যাবে লাজং-আইজল ম্যাচ ড্র হলে কিংবা আইজল জিতলে। একমাত্র পট পালটাতে পারে লাজংয়ের হাতে যদি আইজল বধ হয়, আর মোহনবাগান যদি চেন্নাইকে হারায়। এই স্বপ্নটা এখন অবশ্য খুব কম বাগান সমর্থকই দেখছেন। তবুও চিত্রনাট্য পালটে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই একটিই যদি বা কিন্তু রয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে পাহাড়ে আইজলের কাছে হারের খচখচানি অত থাকবে না। কারণ মোহন সমর্থকরা বুক চিতিয়ে বলতে পারবেন, আমরাও তো ঘরের মাঠে (রবীন্দ্র সরোবরে) ৩-২ হারিয়েছি আইজলকে।

ভারতীয় ফুটবলের সেই মোহন-ইস্টের একাধিপত্য খর্ব করায় প্রথমে ডেম্পো, চার্চিল, সালগাওকরের মতো দলগুলি যে বিজ পুঁতেছিল তা থেকেই এখন যেসব ফল বেরোচ্ছে তার একটা নাম যদি বেঙ্গালুরু হয়, তবে অপরটা নিঃসন্দেহে আইজল। এটা কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। কারণ এর ফলে ফুটবলটা ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে। ক্রিকেটের উদাহরণ তুলেইবলা চলে একসময় মুম্বই-দিল্লির দাপট চলত ভারতীয় ক্রিকেটে। এখন কিন্তু দেশের নানা প্রান্ত থেকে ক্রিকেটার উঠে আসছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা দুই অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও মহেন্দ্র সিং ধোনি উঠে এসেছেন একসময় ব্রাত্য দেশের পূর্ব দিক থেকে। এর মধ্যে সৌরভ মেগাসিটি কলকাতার বাসিন্দা হলেও ধোনি একেবারেই ছোট শহর রাঁচির প্রতিনিধিত্ব করছেন। এখন কাশ্মীর বা কেরালা থেকেও তারকা ক্রিকেটার উঠে আসছেন যারা ভারতীয় ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করছেন। কার্যত এই মডেলেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এখন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ফুটবলের ব্যাপ্তি ঘটাতে। ভবিষ্যতে বিশ্বকাপ মানচিত্রে ভারতের স্থান করে নিতেই এই প্রয়াস বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন ভারতীয় ফুটবল দল গুটি গুটি পায়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটাই এগিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে দেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ফুটবলের বিস্তার। যা শিলমোহর পরাবে আইজলের আই লিগ জয়ের ফলে। তবে কাপ আর আইজলের মধ্যে এখন চায়ের কাপ আর ঠোঁটের দূরত্ব। এটা বজায় থাকবে না শেষ পর্যন্ত বাগানের দিকে কাপ ভাগ্য ঢলবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে মাত্র একটা দিন।

তাও আইজলের কাছে বাগানের এই হারের পোস্টমর্টেমে বসলে কোচকে কিছুতেই ছাড় দেওয়া যাচ্ছে না। প্রথম থেকেই কেন যেন নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে মাঠে নেমেছিল মোহন ব্রিগেড। এর মধ্যে ডাফি, কাতসুমিদের গোল মিস ভুগিয়েছে তাদের। সনি নর্ডিও তার প্রত্যাশিত খেলা তুলে ধরতে ব্যর্থ। বলজিতকে দেরি করে নামানো বাগানের এক বড় স্ট্র্যাটেজিক ভুল। এর সঙ্গে প্রবীর দাসকেও কেন এত পরে নামানো হল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সব মিলিয়ে রীতিমতো 'ঘেঁটে ঘ' বাগান শিবির। এখন একমাত্র ভাগ্যদেবীর আনুকূল্য পেলেই এই পরিস্থিতি কাটাতে পারে সবুজ-মেরুন। যেদিকে তাকিয়ে লক্ষ লক্ষ বাগানপ্রেমী।

ভদ্রেশ্বর অনুর্দ্ধ ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর সবুজ পরিষদ ক্লাব আয়োজিত আমন্ত্রণমূলক অনুর্দ্ধ ১৯ পঞ্চম বার্ষিক মধুসূদন সাহা স্মৃতি চ্যাম্পিয়ন ও কালাচাঁদ সাহা রানার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা গত ১৬ এপ্রিল চাঁপদানি পুরসভার মাঠে অনুষ্ঠিত হল। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় আটটি দল। দলগুলি হল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট, ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব, দক্ষিণেশ্বর তরুণ দল স্পোটিং ক্লাব, বাগুইআটি ফুটবল লাভার্স কোচিং সেন্টার, স্কাইলাইন সকার ফাউন্ডেশন, উত্তরপানা ফুটবল আকাদেমি এবং সবুজ পরিষদ ক্লাব। সাতদিন ব্যাপী এই নক আউট প্রতিযোগিতায় ২৩ এপ্রিল ফাইনালে মুখোমুখি হয় বাগুইআটি ফুটবল লাভার্স কোচিং সেন্টার ও কলকাতা ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। শেষ পর্যত বাগুইআটি ফুটবল লাভার্স কোচিং সেন্টার ২-০ গোলে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অতীত দিনের ফুটবলার মহিদুল ইসলাম, সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়, তুষার রঞ্জন ভট্টাচার্য, ত্রিদিব ভট্টাচার্য, ক্লাব কর্মকর্তা শিবাশিস ভট্টাচার্য ও রতনলাল সাহা। ফাইনালে সেরা খেলোয়াড়, সর্বোচ্চ গোলদাতা ও ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট হন বাগুইআটি ফুটবল লাভার্স কোচিংয়ের আবু হোসেন মন্ডল। এছাড়া সেরা গোলকিপার হয় ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের কুন্তল কর্মকার। এই ফুটবল ফাইনালকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা বুঝিয়ে দেয় বাঙালির মননে ফুটবল এখন কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে।

নিজেকে মেলে ধরার অপেক্ষায় উঠতি ফুটবলার আবু হোসেন

মলয় সুর : পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে প্রতিভার অভাব নেই। অভাব যেটা আছে সেটা প্রতিভা বিকাশের।

আবু হোসেন মন্ডল সেরকম এক আধাবিকশিত ফুটবলার। উত্তর ২৪ পরগনার রাজাহারহাট থানার গোপালপুর হাউস গ্রামের ছেলে এই আবু হোসেন। বাড়ির ও এলাকার সবাই আদর করে ডাকেন হোসেন। ওর বাবা রউফ মন্ডল একজন ব্যবসায়ী। মা সালেহা বেগম গৃহবধূ। ওরা ছয় ভাই। পঞ্চম ছেলে আবু। ওর পরের যমজ ভাই আবদুল কাশেম মন্ডলও ফুটবল খেলে। পড়ার চেয়ে ফুটবলটাই আবুর বেশি প্রিয়। ক্লাস ফাইভে থাকতে পা খড়ি ফুটবলের। এখন ডিরোজিও কলেজের বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ২০১৩ সালে অনূর্দ্ধ ১৩ ময়দানে প্রথম পদক্ষেপ মোহনবাগানে। সেই সময় কোচ হিসাবে অমিয় ঘোষের তত্ত্বাবধানে নার্সারি লিগে খেলা। এরপর ২০১৪ সালে খিদিরপুর ক্লাবে সই করা। কিন্তু ছোট থাকার জন্য সেখানে লিগের একটি ম্যাচেও সুযোগ পায়নি। ২০১৫ সালে উত্তরপ্রদেশের বেনারসে বারাসত ইউনিভার্সিটির হয়ে মিজোরামের কাছে সেমি ফাইনালে ২-১ গোলে হেরে যায়। বর্তমানে প্রথম ডিভিশন কলকাতা লিগে কোল ইন্ডিয়া দলে নিয়মিত খেলছে। সেখানে কোচ অচিন্ত্য বেলেল। হুগলির ভদ্রেশ্বর চাঁপদানি পুরসভা মাঠে সদ্য সমাপ্ত অনূর্দ্ধ ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে সর্বোচ্চ গোলদাতা, সেরা খেলোয়াড় ও ম্যান অফ দি টুর্নামেন্ট হয়। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির স্ট্রাইকারটির লক্ষ্য আগামী মরশুমে কলকাতা লিগের সুপার ডিভিশনে কোনও বড় দলে খেলার। তাঁর আদর্শ ফুটবলের সৈয়দ রহিম নবী ও মেহতাব হোসেন। এছাড়া বিশ্বের সেরা তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্ত আবু।এখন জুনিয়র বাংলা দলে চান্স পাওয়ার আশায় দিন গুনছে। ফুটবল খেলে পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন আবুর।

বাগানের দুঃখ ভোলাচ্ছে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় লিগ হাতছাড়া হওয়ার দুঃখ বাঙালিকে ভোলাচ্ছে কেকেআর। মোহনবাগানের কাতসুমি-সনি নর্ডিদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছেন গৌতম গম্ভীর-রবীন উথাপারা। যেভাবে এগোচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স তাতে ১০ম আইপিএল তৃতীয়বার ঘরে তোলার সম্ভাবনা ক্রমে জোরদার হচ্ছে। এখন কলকাতার নাইটদের সঙ্গে টক্কর নেওয়ার মতো রসদ মুম্বই ছাড়া আর কারও মধ্যে নেই। অন্তত এখনও পর্যন্ত যেভাবে টুর্নামেন্ট এগোচ্ছে তার ভিত্তিতে বলে দেওয়া যায় কলকাতা ও মুম্বই মূল পর্বে যাচ্ছেই। এর সঙ্গে কারা থাকবে লড়াইতে তা নিয়েই প্রশ্ন।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের এবারের বীর বিক্রমের পোস্ট মর্টেম করলে দেখা যাবে দলটা কি ব্যাটিং, আর কি বোলিং দুটোতেই তুখোড় পারফর্ম করছে। ওপেনিংয়ে সুনীল নারাইনকে নামিয়ে যে চমক দেওয়া শুরু করেছে কেকেআর

তাতে কার্যত ঘায়েল হয়ে গিয়েছে সব প্রতিপক্ষ। সুনীল যে শুধু ব্যাট হাতে সফল তা নয়, বোলিংয়েও নিয়ম করে উইকেট নিচ্ছেন তিনি। সুনীলের পাশে চায়নাম্যান লেগস্পিনার কুলদীপ যাদবও কোনও অংশে কম যাচ্ছেন না। এই দুই স্পিনারের পাশাপাশি উমেশ যাদবের দুরন্ত পেস বোলিং, উনাদকাটের বুদ্ধিমত্তার মিশেল জুড়ে আলাদা জায়গায় চলে গিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বোলিংয়ের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে কেকেআরের ব্যাটিংও নির্ভরতা জোগাচ্ছে কলকাতা সমর্থকদের। এর মধ্যে রবীন উথাপা যে আগুনে ফর্মে ব্যাট করছেন সেটা তার কেরিয়ারের মধ্যগগনে করে থাকতেন। এর সঙ্গে গৌতম গম্ভীরের দুরন্ত ফর্ম বড় ইনিংস গড়তে সাহায্য করছে কলকাতা নাইটদের।

মাত্র ১৩১ রানে অলআউট হয়ে গিয়েও বিরাট কোহলি, ডিভেলিয়ার্স, ক্রিস গেইলদের বেঙ্গালুরুকে যেভাবে পর্যুদস্ত করল কলকাতা তা একমাত্র কেকেআরের পক্ষেই সম্ভব। ৪৯ রানে বেঙ্গালুরুর অলআউট হয়ে যাওয়া আইপিএলের অন্যতম নিম্নতম স্কোর। অনেকে বলছেন (যাঁর মধ্যে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও রয়েছেন) কলকাতার এবারের যে দল তা ফাইনালে পৌঁছাবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। বিশেষ করে গত দুবারের চ্যাম্পিয়ন টিমের সঙ্গে এই টিমের দারুণ মিল। যে টিমে ভীষণভাবে 'কমন' গৌতম গম্ভীরের অধিনায়কত্ব। পাশাপাশি রবীন উথাপার মারকুটে ফর্ম কোণঠাসা করে দিচ্ছে অন্য প্রতিপক্ষদের। এই টিমে যে জিনিসটা দুশ্চিন্তা জাগাচ্ছে তা হল খারাপ ফিল্ডিং। এই জায়গাটা মেরামত করতে পারলে কেকেআর হয়ে উঠবে অদম্য। এই দিকটা নির্ঘাত মাথায় রয়েছে কেকেআর কোচ ও ম্যানেজমেন্টের। তাই বাগান ছেড়ে আপাতত বাঙালি মেতে নাইটদের নিয়ে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

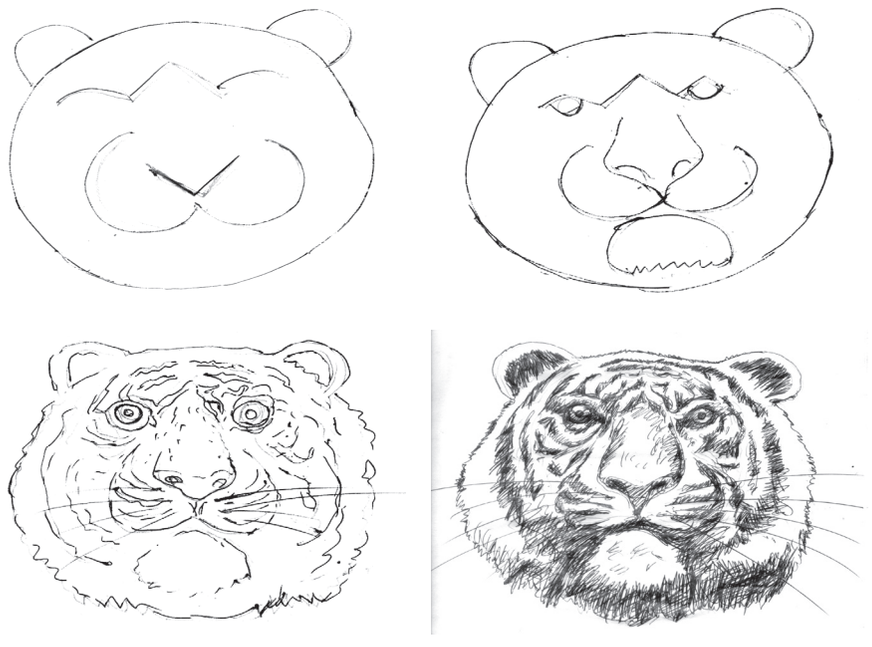

ধাঁধা

তিন অক্ষরের নাম তার
ব্যয় নেই যার
দিলে বাদ প্রথম অক্ষর
হবে ব্যয় নাই সংশয় ভার

ধাঁধা পাঠিয়েছেন দুর্গাদাস সরকার

গত সংখ্যার উত্তর

ধূম্রলোচন (ধূম্রলোচনের অর্থ কপোত বা পায়রা)

উত্তর পাঠাও এসএমএস বা হোয়াটসঅ্যাপের-এর মাধ্যমে ২৯ এপ্রিল থেকে ৫ মে-এর মধ্যে ৯০৬২২০১৯০৬ এই নম্বরে। পাঠাতে পার আমাদের ইমেল আইডিতে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না। তোমরাও ধাঁধা পাঠাতে পার।

যোয়েব আলি মোল্লা, প্রথম শ্রেণি, নিভা আনন্দ বিদ্যালয় ব্রহ্মপুর

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com